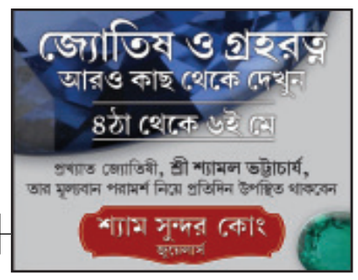

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 16 May, 2023 ■ আগরতলা ১৬ মে, ২০২৩ ইং ■ ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পুকুরে ঝাপ

মনু থানার অধীন করমছড়ায় জাতীয় সড়কের পাশে পুকুরে পড়ে যায় গুয়াহাটি থেকে আগরতলাগামী বাস ।

কংগ্রেসের ট্রেডিশান সমানে চলছে

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাছাই নিয়ে ধোঁয়াশা, দাবিদাররা ছুটছেন দিল্লী

ব্যাঙ্গালুরু, ১৫মে।। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী কে হচ্ছেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও অব্যাহত। রবিবার বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকে নবনির্বাচিত বিধায়কদের মতামত নিয়েছেন কংগ্রেস নিযুক্ত তিন পর্যবেক্ষক। তবে একই সঙ্গে ওই বৈঠকে সর্বসম্মত ভাবে একটি প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কংগ্রেস হাইকম্যান্ডই।

এই আবহে সোমবার দিল্লি গেলেন মুখ্যমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার সিদ্দারামাইয়া। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী পদের আর এক দাবিদার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার দিল্লি যাচ্ছেন না। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। তবে সোমবার শিবকুমারের একটি মন্তব্য ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমার যা কাজ ছিল, আমি তা করেছি। আমি জানি না, জন্মদিনে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে কী উপহার আমার জন্য অপেক্ষা করছে।" অথচ এই শিবকুমারই রবিবার জানিয়েছিলেন, তিনি দলের অনুগত কর্মী। তাই দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কিন্তু দলের কাছ থেকে তাঁর যে 'প্রত্যাশা' রয়েছে, তা রবিবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন শিবকুমার। দিল্লি যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এখনও এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি তিনি।

সোমবার সকালে দিল্লিতে বৈঠকে বসছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। বৈঠকে থাকবেন রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, সনিয়া গান্ধীর মতো কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। কর্নাটকের নতুন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন খড়্গেই। ফলে তাঁর কোর্টেই আপাতত বল রয়েছে। সোমবারের বৈঠকে যে এই বিষয়েই আলোচনা হতে চলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কংগ্রেস সূত্রে খবর, শিবকুমার এবং সিদ্দারামাইয়াকে দলের তরফে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

কর্ণাটকের সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার ডিকে শিবকুমার (বাঁয়ে) এবং সিদ্দারামাইয়া (ডানে)।

এ বার কার্যত মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার হিসাবে নিজেকে তুলে ধরলেন কর্নাটক প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার। সোমবার তাঁর মন্তব্য, "আমি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং আমার নেতৃত্বেই বিধানসভা ভোটে লড়ে ১৩৫টি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস।"

কর্নাটকের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্দারামাইয়া সোমবার গিয়েছেন দিল্লিতে। কংগ্রেস হাইকমান্ডের তলবে। শিবকুমার কিন্তু দিনভর ছিলেন নিজের রাজ্যেই। ঘটনাচক্রে, সোমবার ছিল তাঁর জন্মদিন। সকালে হোটেলে গিয়ে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। তার পর মন্দিরে পুজো দিতে যান। বিকেলে সাংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন তিনি।

কংগ্রেস বিধায়কদের কতজন তাঁর সঙ্গে রয়েছেন জানতে চাওয়া হলে শিবকুমার বলেন, "আমাদের দলের ১৩৫ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরাই আমার শক্তি।" সেই সঙ্গে 'প্রতিদ্বন্দ্বীর' উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, "সিদ্দারামাইজিকে আমার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় কৃষি দপ্তরে ঘুঘুর বাসা, কর্মসংস্কৃতি লাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। কৃষি দপ্তরের অফিসে কর্ম কর্মসংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করে চক্ষু চড়ক গাছ বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেবের। বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকার জনগণ বিধায়কের কাছে অভিযোগ করে আসছিলেন এগ্রিকালচার অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মীরা সময়মতো অফিসে আসেন না। কৃষকরা তাদের প্রয়োজনে অফিসে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজনদের না পেয়ে বিমুখ হয়ে বাড়ি করে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকার বিধায়কের কাছে যা দাবি জানিয়েছিলেন কৃষকরা।

জনগণের কাছ থেকে এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিধায়ক নিজে এগ্রিকালচারের অফিসে গিয়ে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন তাতে তিনি রীতিমতো হতবাক। কর্মসংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন বর্তমান সরকার জনকল্যাণে কাজ করার জন্য বদ্ধপরিকর।। সরকার যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করে সেগুলি বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব সরকারি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীদের। কিন্তু সরকারি অফিস গলিতে এখনো যে কর্মসংস্কৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা খুবই পরিতাপের। সরকারি অফিসে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশা বিরোধী অভিযানে নামলেন প্রমীলা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৫মে।। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে অবশেষে নেশা বিরোধী অভিযানে নামলেন প্রমীলা বাহিনী। সোমবার সকালে ওই ঘটনাকে ঘিরে বিশালগড় পূর্ব গকুলনরের পুকুরিয়াবাড়ি এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ সহ বিশাল টিএসআর বাহিনী।

জনৈক এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন,পূর্ব গকুলনরের পুকুরিয়াবাড়ি এলাকার কয়েকটি বাড়িতে দেশী মদ,ব্রাউন সুগার ও ইয়াবা টেবলেট প্রতিনিয়ত বিক্রি করা হচ্ছে। প্রতিদিন ওই এলাকায় রাতে মদ, ব্রাউন সুগার সহ জুয়ার আড্ডা বসে। যুবক থেকে বৃদ্ধ সবাই মদ্যপান করে বাড়িতে এসে ঝামেলা করেন। ফলে এই এলাকায় একটি পরিবার সুখে জীবন যাপন করতে পারছে না। তাঁর আরও অভিযোগ, এ বিষয়ে একাধিকবার থানায় জানানো হলেও প্রসাশন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

অবশেষে পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে সোমবার সকালে প্রমীলা বাহিনী হাতে লাঠি নিয়ে অভিযানে নামেন। কিন্তু অভিযানের আঁচ পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনা আক্রান্ত আরও ৩ সক্রিয় রোগী ৪৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ ও সুস্থতায় সমানে সমানে লড়াই চলছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৩ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। অন্যদিকে, তিন জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। দৈনিক সংক্রমণের হার ২.১৭ শতাংশ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা হয়েছে ৪৪।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১৩৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, ৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ২.১৭ শতাংশ। এদিকে, ৩ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৪ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮১৭৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭১৩৪ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৪ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

পুকুরে ঝাপ আগরতলাগামী বাসের, গুরুতর আহত ১১ যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস জাতীয় সড়ক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়েছে পুকুরে। তাতে বাসের ১১ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। গুয়াহাটি থেকে আগরতলা আসার পথে লংতরাইভ্যালি মনু থানাধীন করমছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় শেরওয়ালি ট্র্যাভেলসের একট যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দমকল কর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, আজ সোমবার ভোর ৫-টা নাগাদ গুয়াহাটি থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল একটি যাত্রীবাহী বাস। লংতরাইভ্যালির মনু থানাধীন করমছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অসম-আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি পুকুরে গিয়ে পড়েছে বাসটি। তাতে ওই বাসের ১১ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় মানুষজন। তাঁরা দমকল বাহিনী ও মনু থানায় খবর দেন। দমকলকর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে বিরাশি মাইল প্রাথমিক স্বাহ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে যাত্রীরা অল্পেতে রক্ষা পেয়েছেন বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালে করমছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের আদালতে যাচ্ছেন চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। সরকারকে ১৫ দিনের সময় বেঁধে দিলেন অন্যায় ভাবে ছাঁটাইকৃত ১০৩২৩ শিক্ষকরা। অন্যথায় পুনরায় আদালত অবমাননার মামলা করবেন বলে জানান ছাঁটাইকৃত ১০৩২৩ শিক্ষকরা।

২০২০ সালে ১০৩২৩ কে নিয়ে স্পষ্ট রায় দেয় উচ্চ আদলাতের ডিভিশন ব্যাঞ্চ। সেই রায়ে ১০২৩২ ও সায়েন্সের ৪৬২ জনকে চাকুরীতে পুনঃবহাল করার কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে। অথচ সাড়ে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও এই রায় বুঝতে পারছে না সরকার। একাংশ বাম মণোভাবাপন্ন আধিকারিক ও কর্মী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনজীবীদের ব্যবহৃত স্টিকার লাগানো গাড়িতে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। নেশা বিরোধী অভিযানে আবারও সাফল্য পেয়েছে পেচারঁথল থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আইনজীবীদের ব্যবহৃত স্টিকার লাগানো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২০ প্যাকেট গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ২০ প্যাকেটে ১৭৫ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। কিন্তু গাড়ির চালককে আটক করা সম্ভব হয়নি। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মুল্য আনুমানিক ২৭ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রে থানায় খবর আসে আইনজীবীদের ব্যবহৃত স্টিকার লাগানো গাড়িতে আগরতলা থেকে অসমের উদ্দেশ্য

পেঁচারথল

গাঁজা পাচার হবে। সেই মোতাবেক রবিবার রাত ১১ টা নাগাদ পেচারথল এলাকায় উৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ। কিন্তু গাড়িটি অসমের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে কুমারঘাট ৯১ মাইল এলাকায় আটক করার চেষ্টা করেছিল ট্রাফিক পুলিশ। তখন কুমারঘাট ট্রাফিক ইউনিটের কর্মীদের সিগন্যাল অমান্য করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় গাড়িটি। পরবর্তী সময়ে পেঁচারথল থানার পুলিশ গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করে এবং পংছড়া এলাকায় গাড়িটিকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানান তিনি।

তিনি আরও জানিয়েছেন, গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২০ প্যাকেটে মোট ১৭৫ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ২৭ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বহির্রাজ্যে ত্রিপুরা ভবনগুলির পরিষেবা নিয়ে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। বহির্রাজ্যের ত্রিপুরা ভবনগুলির ব্যবস্থাপনা ও পরিষেবার মানোন্নয়ন নিয়ে আজ সচিবালয়ের ১ নং সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। সভায় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি, কলকাতা ও গুয়াহাটিতে অবস্থিত ত্রিপুরা ভবনগুলির পরিচালন ব্যবস্থাপনা নিয়ে খোঁজখবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা ভবনগুলিতে রাজ্যের মানুষের সুযোগ সুবিধা, পরিষেবা প্রসারিত করার পাশাপাশি এগুলির মানোন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, জিএ এসএ দপ্তরের সচিব টি কে চাকমা, অর্থ দপ্তরের সচিব বিজেশ পাণ্ডে, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা, পূর্তদপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জী সহ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজধানীতে গান্ধী স্কুলের মাঠের একাংশ জবরদখল করে চলছে ইট বালির ব্যবসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী গান্ধী স্কুলের মাঠ জবরদখল মুক্ত করতে জবর দখলকারীদের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। আগরতলা পৌর নিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা ঘুরে দেখবেন পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য সহ ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেশন।

এদিন প্রফেসর পাড়া এলাকা ও গান্ধী স্কুল সংলগ এলাকা ঘুরে দেখেন তারা। ৩১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পানিয়ে জলের খানিকটা সংকট রয়েছে। পানীয় জলের সংকট দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে মেয়র এলাকার সফরকালে এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র জানান গান্ধী স্কুল মাঠের একটা অংশ কিছু অবৈধ বালি ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী ব্যবসায়ীরা জবরদখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনিভাবে এ ধরনের কাজকর্ম চলছে। ইতিপূর্বেও এ ধরনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র এলাকার সফর করেছিলেন। যারা গান্ধী স্কুলের মাঠ জবরদখল করে এ ধরনের বেআইনি ব্যবসা চালাচ্ছে তাদেরকে সতর্ক করে এসব সামগ্রী সরিয়ে নিয়ে স্কুল মাঠকে জবরদখলমুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তারা শীঘ্রই জবরদখল মুক্ত করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত গান্ধী স্কুলের মাঠ জবরদখলমুক্ত হয়নি। সোমবার এলাকা সফর কালে যারা গান্ধী স্কুলের মাঠ জবরদখল করে রেখেছে তাদেরকে এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে সমস্ত সামগ্রী সেখান থেকে সরিয়ে নিতে এবং মাঠ এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যতায় প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও এদিন জানিয়েছেন মেয়র। তিনি এদিন এলাকার সফরকালে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন খেলার মাঠ খেলোয়ারদের জন্য। ছেলেমেয়েরা যাতে মাঠে খেলাধুলা করতে পারে সেই পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ওই এলাকায় একটি জিম গড়ে তোলা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

নারী সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধি নিয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ডেপুটেশন মহিলা সংগ্রাম পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। সোমবার ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পুলিশের সদর কার্যালয়ে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেন। তাদের অভিযোগ নারী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করলেও কঠোর শাস্তি হচ্ছে না। এর জন্য পুলিশকে দায়ী করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানান সংগঠনের প্রতিনিধি দল।

সংগঠনের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয় সঠিক ধারায় মামলা গ্রহণ করা হচ্ছে না এবং পুলিশ সঠিকভাবে মামলার তদন্ত করছে না। স্বাভাবিক কারণেই এইসব মামলা আদালতে বিচারের জন্য উঠলে সঠিক ধারায় মামলা গৃহীত না হয় এবং মামলার সঠিক তদন্ত না হওয়ায় অপরাধীরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এধরনের নারী গঠিত হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হলে অভিযুক্তদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

অভিযুক্তরা যাতে কোনোভাবেই আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে না যেতে পারে সেজন্য পুলিশকে সব পথঘাট বেঁধে আইনি ধারায় মামলা গ্রহণ করে মামলার সঠিক তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দিতে হবে। বাংলা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং তদন্তের ক্ষেত্রে যাতে কোন ধরনের দুর্বলতা না থাকে তা নিশ্চিত করা সম্ভব হলেই মহিলা সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা প্রতিহত করা অনেকটাই সহজ হবে বলেও সংগঠনের তরফ থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতমালা প্রকল্পে রাণীরবাজারে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ শীঘই শুরু হবে ঃ পরিবহণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। ভারতমালা প্রকল্পে রাণীরবাজারে জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার বিষয়ে আজ এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাণীরবাজারের গীতা'লি হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সভায় পরিবহণমন্ত্রী জানান, জাতীয় সড়কের রাণীরবাজার অংশের প্রশস্ত করার কাজ খুব শীঘই শুরু হবে।

সভায় পরিবহণমন্ত্রী জাতীয় সড়কের রাণীরবাজার অংশের প্রশস্তকরণের কাজ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জিরানীয়া নগর প'ায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, রাণীরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, অতিরিক্ত জেলাশাসক রজত পন্থ, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক শান্তির'ন চাকমা, এনএইচআইডিসিএল-এর জেনারেল ম্যানেজার রাজেন্দর কুমার তিগুওয়াল, পূর্ত দপ্তরের জিরানীয়া ডিভিশনের নির্বাহী বাস্তুকার, ডিসি কুমারদীপ সরকার, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯▫ সংখ্যা ১১২ ▫ ১৬ মে ২০২৩ইং ▫ ১ জৈষ্ঠ্য ▫ মঙ্গলবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আরও ৩০০ মাদ্রাসা বন্ধ !

সরকার সংখ্যালঘু অংশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য নানা কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরীত ধর্মী বক্তব্য সরকারের প্রয়াসকে প্রশ্নচিহ্নের করাইতেছে। যেকোনো জাতি গোষ্ঠীর পরিচয় তাহার শিক্ষার হারের মধ্য দিয়াই প্রমাণিত হয়। সেই কারণেই শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও আদি অনন্তকাল হইতে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনদের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নানা কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা খানিকটা সংকুচিত করিবার নানা বক্তব্য শোনা যাইতেছে। এই ক্ষেত্রে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য নানা বিতর্কের সৃষ্টি করিতেছে। তিনি অবশ্য তাহার বক্তব্যের স্বপক্ষে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিতেও সিদ্ধহস্ত। আবার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সেই বক্তব্য খন্ডন করিতে নানা প্রয়াস নিতে শুরু করিয়াছেন। সম্প্রতি

আরও ৩০০ মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া হুঁশিয়ারি দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি বলেন, আসাদউদ্দিন ওয়েইসিকে জানানো দরকার যে আগামী দিনে অসমে আরও ৩০০টি মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই বহুবিবাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন হিমন্ত। বাল্যবিবাহ রোধ করিতেও ব্যাপক সক্রিয়তা দেখাইয়াছে তাঁহার প্রশাসন।তেলেঙ্গানার নির্বাচনী প্রচারে একটি জনসভায় বক্তৃতা দেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই বলেন, "অসমে লাভ জিহাদ বন্ধ করিতে আমরা কাজ করিতেছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে অসমে ৬০০টি মাদ্রাসা বন্ধ করিয়াছি। ওয়েইসিকে জানাইয়া রাখিতে চাই, এই বছরেই আরও ৩০০টি মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া দিব। কারণ আমি চাই সমস্ত মাদ্রাসা বন্ধ হইয়া যাক। তাহার পরিবর্তে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হইবে।"

এই বক্তৃতায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রসঙ্গও উল্লেখ করিয়াছেন হিমন্ত। তিনি বলেন, "ভারতের কিছু মানুষ মনে করেন তাঁহারা চারজন মহিলাকে বিয়ে করিতে পারেন। কিন্তু সেইদিন এইবার শেষ হইতে চলিতেছে। বহুবিবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। খুব তাড়াতাড়ি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হইতে চলিয়াছে। তাহার পরেই প্রকৃত অর্থে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইয়া উঠিবে।"প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী জানাইয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যে বহুবিবাহকে আইনত নিষিদ্ধ করা হইবে। এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নিতে বিশেষজ্ঞের কমিটি গড়িবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করিবার বিষয়ে রাজ্যের স্বাধীনতা আছে কি-না খতিয়ে দেখা হইবে। পাশাপাশি মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) আইন খতিয়া দেখিবেন তাঁহারা। হিমন্ত আরও জানান, এই বিষয়ে সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলিবেন বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যরা। আইনজ্ঞদের সঙ্গেও কথা বলা হইবে।

ইউক্রেনকে আরও ট্যাংক-সাঁজোয়া যান দেবে ফ্রান্স, সামরিক সরঞ্জাম দিচ্ছে জার্মানিও

প্যারিস—বার্লিন, ১৫ মে (হি. স.) ইউক্রেনে আরও ট্যাংক এবং সাঁজোয়া যান পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ফ্রান্স। একইসঙ্গে সেগুলো ব্যবহার করতে ইউক্রেনীয় সৈন্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেবে দেশটি। পাশাপাশি ইউক্রেনকে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম দেবে আরেক মিত্র দেশ জার্মানি।

জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে প্যারিসে রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে এক নৈশভোজে যোগ দেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কি। সেখানে ম্যাক্রোঁ এ প্রতিশ্রুতি দেন।

প্রায় তিন ঘণ্টা আলোচনার পর সোমবার এক যৌথ বিবৃতিতে দুই রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আগামী সপ্তাহে ফ্রান্স বেশ কয়েকটি ব্যাটালিয়নকে প্রশিক্ষণ দেবে। এএমএক্স-১০আরসি-সহ কয়েকশ সাঁজোয়া যান এবং হালকা ট্যাংক এই প্রশিক্ষণের অংশ থাকবে।

বিবৃতিতে, রাশিয়াকে দেওয়া বর্ধিত নিষেধাজ্ঞার বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, রাশিয়ার অবৈধ আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে দুর্বল করতে দেশটির ওপর আরও নিষেধাজ্ঞা বাড়ানোর বিষয়ে ইউক্রেন এবং ফ্রান্স একমত।

এদিকে, ইউক্রেনকে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের সামরিক সরঞ্জাম দেবে আরেক মিত্র দেশ জার্মানি। এর মধ্যে রয়েছে ট্যাঙ্ক, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট সিস্টেমস ও গোলাবারুদ।

এ বিষয়ে জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস বলেছিলেন, ২.৭ বিলিয়ন ইউরোর (২.৯৫ বিলিয়ন ডলার) সামরিক সহায়তার প্যাকেজের মাধ্যমে জার্মানি দেখাতে চায়, তারা ইউক্রেনের সমর্থন গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। শুরুতে কিয়েভের জন্য সামরিক সহায়তার বিষয়ে ধীরগতিতে থাকলেও বর্তমানে জার্মানি ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠেছে।

৩৬০০০ নয়, ৩০১৮৫, চাকরি-রায়ে সংশোধনী চেয়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে আবেদন

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : এক ধাক্কায় ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয় পর্ষদের তরফে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে জরুরি শুনানি অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতির সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গত শুক্রবার ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে পর্ষদ। চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালত থেকে জানা গিয়েছে।

চাকরি বাতিলের সেই রায়ে সংশোধনী চেয়ে সোমবার বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মামলাকারীদের আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। তিনি আদালতে জানান, অপ্রশিক্ষিত প্রার্থীর সংখ্যা ৩৬ হাজার নয়। ওটা হবে ৩০ হাজার ১৮৫। 'টাইপোগ্রাফিক্যাল' ভুল হয়েছে। সেই রায় সংশোধনের আর্জি জানান মামলাকারীদের আইনজীবী। মঙ্গলবার এই বিষয়টি নিয়ে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রিয়ঙ্কা নস্কর-সহ ১৪০ জন চাকরিপ্রার্থী ২০১৬ সালের প্রাথমিকে নিয়োগ নিয়ে মামলা করেন। তাঁদের আইনজীবী তরুণজ্যোতি আদালতে জানান, এই মামলাকারীদের থেকে কম নম্বর পেয়ে প্রশিক্ষণহীন অনেকেই চাকরি পেয়েছিলেন। এই মামলাতেই উঠে আসে সাক্ষাৎকার বিতর্ক। অভিযোগ ওঠে, নিয়ম অনুযায়ী সাক্ষাৎকারে অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট নেওয়ার কথা থাকলেও বহু ক্ষেত্রে তা নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন জেলায় যাঁরা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন, তাঁদের তলব করে গোপন জবানবন্দিও নথিবদ্ধ করেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তার ভিত্তিতেই চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

পাঞ্জাব কেশরী ও তাঁর রাষ্ট্রচেতনা

শক্তিপদ চক্রবর্তী

ভারতবর্ষে কতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো দেখলে বরণীয় ব্যক্তির কথা স্মরণ করতে হয়। তেমনিভাবে একজন বরণীয় ব্যক্তিকে দেখে অন্য আরেকজন বরণীয় ব্যক্তিত্বের নাম অনায়াসে প্রসঙ্গে এসে যায়। আমাদের রাজ্যের সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত হোক অথবা ভারতবর্ষের কন্যাকুমারী থেকে কান্নীর পর্যন্ত যে কোনো প্রান্তে পরিভ্রমণ করলে আজকাল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখা আমাদের নজরে পড়বেই।ইদানীংকালে রাষ্ট্রীয় স্তরে সংযুক্তিকরণের ফলে এই প্রতিষ্ঠানের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সর্বত্র অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সাথে যে বরণীয় ব্যক্তির নাম জড়িত তিনি হলেন লালা লাজপৎ রাই (১৮৬৫-১৯২৮)। একইভাবে আসমুদ্র-হিমাচল প্রদেশের সর্বত্র আরেকজন ব্যক্তিত্বকে পূজন করা হয়। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়- তিনি হলেন ভগৎ সিং। শহিদ ভগৎ সিং-এর নাম স্মরণ করার পেছনেও লালা লাজপৎ রাই ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

আজকের দিনে অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের ২৮ জানুয়ারি পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা জেলার যাগ্রাও গ্রামে লাল লাজপৎ রাইয়ের জন্ম। পিতা মুন্সি রাধাকৃষ্ণ আজাদ ও মাতা ছিলেন গুলাব দেবী। পার্সীর ও উর্দু ভাষায় দক্ষ পিতা যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন সেখানে লালা লাজপত রাই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। তারপর দিল্লি এব লাহোরে অধ্যয়ন করেন। মোক্তারি পাশ করে নিজের জেলায় আইনি চর্চা শুরু করেন। ১৮৮৬ সালে আইনি ডিগ্রি নিয়ে হরিয়ানায় উকিল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। হিসাবে ছয় বছর অতিবাহিত করে পুনরায় লাহোরে চলে আসেন। কারণ তৎকালীন সময়ে লাহোর ছিল ভারতবর্ষের অন্যতম সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যাবলীর পীঠস্থান। শ্রদ্ধেয় লালা লাজপৎ রাইয়ের জীবনে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটো হলো আর্য সমাজের আন্দোলন এবং তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের লাগাতার কর্মসূচি--- যেগুলো প্রকৃত অর্থে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তাঁর সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে বদল করে দিয়েছিল। ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি আর্য সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারমূলক কর্মসূচির সাথে জড়িত হন। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন এই সংস্কারমূলক আন্দোলন কর্মসূচির দ্বারা বিশেষ করে বৈদিক ধর্মীয় রীতি নীতি সমূহের সাথে। পাশাপাশি, আর্য সমাজের কর্মসূচিগুলো তাঁকে ভারতমাতার প্রতি তীব্র ভালোবাসা এবং ভারতবর্ষের জন্য আত্ম উৎসর্গ করার জন্য প্রণোদিত করে। আর্য সমাজের ধর্মীয় আন্দোলন কর্মসূচি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য তিনি ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত হিন্দু অনাথ পরিত্রাণ আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণের খপ্পর থেকে হিন্দু সন্তানদের রক্ষা করা।

একইভাবে ভারতবর্ষের শিক্ষার উন্নয়ন যজ্ঞেও লালা লাজপৎ রাই তৎকালীন সময়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। অভিবক্ত ভারতবর্ষের লাহোরে ডিএডি কলেজ প্রতিষ্ঠাতা কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। এই কলেজের কার্যাবলী, শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন সহ যাবতীয় বিষয় তিনি দীর্ঘদিন নিজে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চরিত্রকে পরিবর্ধন ও পরিবর্তন করার একমাত্র হাতিয়ার হল প্রকৃত শিক্ষা--- ভারতবর্ষের প্রকৃত কৃষ্টি ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক শিক্ষা।

১৮৮৬ সালে তিনি প্রথম এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৪ সালে তিনি কংগ্রেস দলের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হন। সেই বৎসর বোম্বেতে অনুষ্ঠিত দলীয় কর্মসূচিতে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে মহোদয়ের সাথে যৌথভাবে ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ নাগরিকগণের সামনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপন করেন এবং ব্রিটিশ নেতৃত্বকে এই বিষয়ে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। ১৯০৫ সালের বেনারস শহরে অনুষ্ঠিত দলীয় কর্মসূচিতে তিনি কংগ্রেস দলের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি বালগঙ্গাধরের চরম মনোভাবেই বিশ্বাসী ছিলেন। স্বদেশী এবং বয়কটের পক্ষে তিনি বহুবার জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

গান্ধিজি যখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আঙিনায় পদার্পণ করেন তখন শ্রদ্ধেয় লাল লাজপৎ রাই আধুনিক ভারতীয় রাজনীতির একজন বিকশিত নক্ষত্র এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের একজন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব। তিনি লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল এবং ঋষি অরবিন্দ ঘোষের মতো দেশভক্ত এবং জনপ্রিয় ভারতমাতার সন্তানদের সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকে 'লাল-বাল-পাল' ত্রয়ী জুটির একজন ছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে গান্ধিজির নেতৃত্বে যতগুলো স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল সমানভাবে সব জন আন্দোলনে তিনি

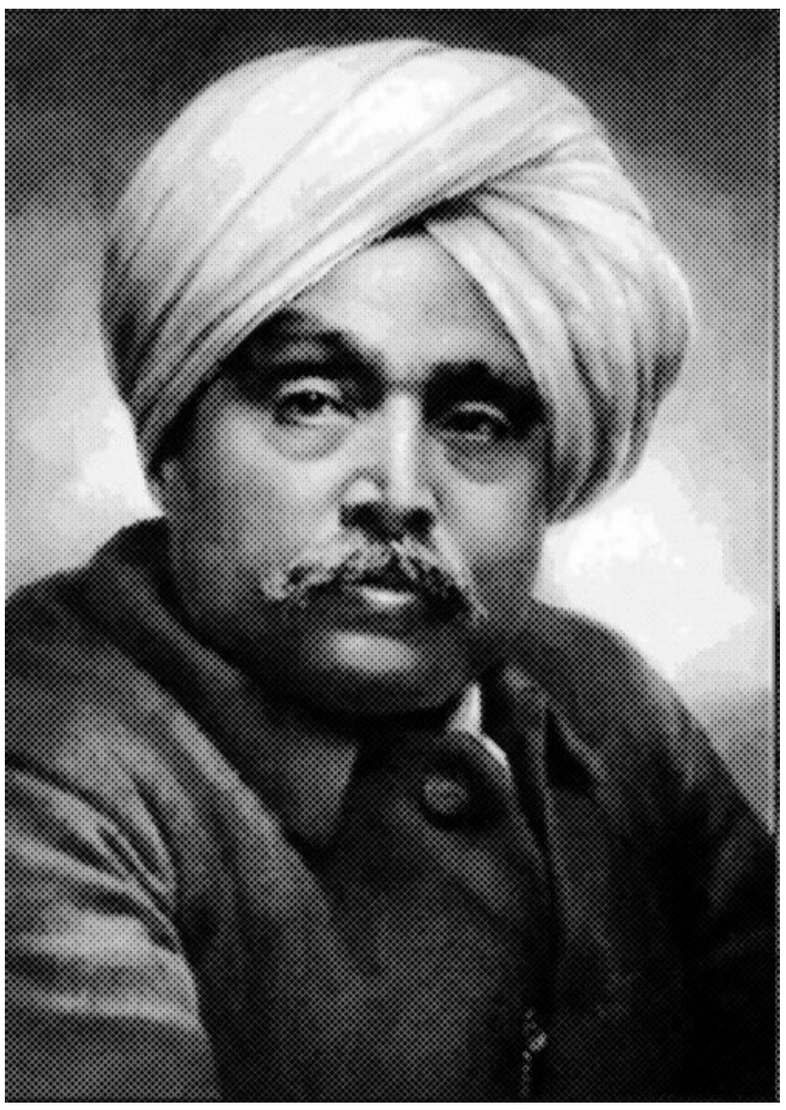

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কাকতালীয়ভাবে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত ১৯১৪ সালের মে মাসের কংগ্রেস অধিবেশনে লাজপৎ রাই ও গান্ধিজির নাম প্রস্তাবিত হয়— কংগ্রেস দলের সভাপতি পদের জন্য। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে মতের অমিল থাকায় লাজপৎ রাই পদ গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন, অন্যদিকে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসবেন কি না তার নিশ্চয়তা ছিল না। পরবর্তী সময়ে ১৯০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার অধিবেশনে অবিসংবাদিত নেতৃত্ব প্রদানের কৃতিত্ব স্বরূপ কংগ্রেস দলের সভাপতি হিসাবে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। ওই অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে লাজপৎ রাই গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

লালা লাজপৎ রাইয়ের রাষ্ট্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল দেশমাতৃকার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও ভারতমাতার প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর মতে মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাই একমাত্র ধর্ম। তিনি বলেছিলেন, **'We Know of only one religion, the love of our mother land... She is the object of our worship. It is through commission with God. Service and Sacrifice for the mother country could alone be the forms worshiping her. The immediate task before her devotes was to work for the liberation from the shackles of foreign rule."** এই ধরণের ছিল লালা লাজপৎজীর রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত ছিল এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষেও ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে **both inclusive and exclusive** এবং নিজেকে নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলোর সাথে সমতার ভিত্তিতে সমভাবে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে এগিয়ে যাক। এটাই মানবতার পক্ষে সন্তোষজনক পথ। কারণ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কোনো গোষ্ঠী বিশেষ সম্প্রদায়ের অহংবোধ বা বিচ্ছিন্নতাবাদী নকশা থেকে অর্জিত হয় না। বরং আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতার দ্বারাই প্রত্যেকে আত্মস্থিরতা এবং স্বরাজ গঠন করার স্বপ্ন পূর্ণ করতে পারে।

লাল লাজপৎ রাই বহু ধর্ম, ভাষা, বৈচিত্রতা সম্পন্ন এই ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে পরিগণন করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, **there is a sense of unity running through all these multiplicity... The vast bulk of our population (both Hindu and Mohammadam) belonged to one race. The blood that flows in their veins is mostly of the one and the same Aryan Stock.... The spoken language of the vast bulk of the population whether Hindu or Mohammedan, has the same common origin. Even the Dravidian languages give ample evidence of the Aryan inflnece."** তিনি নিবিড়ভাবে পঠন করে উপস্থাপন করেছিলেন যে তৎকালীন সময়কার ভারতবর্ষের সত্তর লক্ষ মুসলিম জনগণের মধ্যে মাত্র আট মিলিয়ন মুসলিম অ-ভারতীয় বংশোদ্ভূত হিসেবে দাবি করার ক্ষমতায় ছিল। বাকি মুসলিম জন সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জনগণ। মুসলিম শাসকগণ, তারমতে বৈদেশিক চরিত্র সম্পন্ন ছিলেন না, ওই মুসলিম হানাদারগণ ও ভারতবর্ষে এসে নিজের দেশ হিসেবে ভারতবর্ষকে মেনে নিয়েছিলেন।একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং একজন দক্ষ নেতৃত্ব প্রদানকারী ছাড়া তিনি একজন বিদগ্ধ লেখকও ছিলেন। **The United states of America, A Hindu Impressions and a study, History of the Arya Samnaj, Swaraj and Social Change, Englands Debt to India, The Problems of National Educations in Incia.** (চলবে)

সংখ্যা, সঙ্ঘ, সংস্কার, সম্পর্ক ও স্নেহই হল আদর্শ শাখা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ— তথা আর এস এসের সাথে যারা অল্প বিস্তর পরিচিত সবাই এই সংগঠনের শাখা সম্পর্কেও পরিচিত। শাখা হল সংঘের মুখ অর্থাৎ সর্বজনীন চেহারা— পাবলিক ফেইস। সাধারণ মানুষকে শক্তি যোগানের সংগঠন। শাখা থেকে শক্তি সংগ্রহ করে একজন সাধারণ মানুষ অসাধারণ কাজ সম্পাদন করে সমগ্র রাষ্ট্রকে প্রতিপালন করতে পারে। গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যায়ে বা ওয়ার্ড পর্যায় থেকে শুরু করে মহকুমা, জেলা হয়ে সমগ্র দেশে প্রতিদিন এক ঘণ্টা শরীর চর্চা, সংগীত চর্চা, বৌদ্ধিক আলোচনা, প্রার্থনার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সংস্কৃতিবান হয়ে একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে যাকে আমরা ম্যানেজমেন্ট গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এই শাখাগুলোকে কীভাবে আরও শক্তিশালী। আরও প্রভাবশালী করা যায়--- এই প্রশ্নটির উত্তরে খুব সহজভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ একটি পদ্ধতি উপস্থাপন করেছিলেন। এই পদ্ধতিটি হল এই নিবন্ধের শিরোনামে উল্লেখিত ৫-এস পদ্ধতি। বিশাল সংখ্যায় উপস্থিতি, সুসংহত দল, মূল্যবোধসহ কার্যক্রম, নিত্য সংযোগ, উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে একটি কার্যকরী শাখা তৈরি করা সম্ভব।

অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ ওরফে রাজ্জু ভাইয়া উত্তরপ্রদেশের বুলন্দ শহরের বানার্ডল গ্রামে ১৯২২ সালের ২৯ জানুয়ারি তথা আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ এই সাত বছর তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘেণ চতুর্থ সরসংঘচালক হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন। তাঁর পিতা কুনওয়ার বলবীর সিংহ ছিলেন প্রথম ভারতীয় সেচ প্রযুক্তিবিদ। পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়া কাশী বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিষয় নিয়ে বিএসসি অনার্স পড়াকালীন সময়ে সংঘের সংস্পর্শে আসেন। পদার্থ বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পঠন সম্পন্ন করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিভাগে শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করে বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন। পাশাপাশি সংঘের প্রচারকের দায়িত্ব পালন করতেন। ধূতি কূর্তা ও কাঁধে ঝোলা নিয়ে প্রায়ই সংঘ সম্পর্কিত কার্যক্রম শেষ করে সরাসরি শ্রেণিকক্ষে চলে আসতেন।

একাধারে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা, তৎকালীন সময়ের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ করে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এবং দক্ষভাবে আর এস এসের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করার নিরলস পরিশ্রম করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়া। তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি প্রখরতা অনুভব করে অধ্যাপক সি ভি রমন এবং পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক হোমি ভাবার মতো বরণীয় শিক্ষকগণ গবেষণা কাজে যোগদান করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের জীবনের পথ নিজেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সেই পথটি ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক হয়ে সমগ্র সমাজের জন্য সেবা প্রদান করা। ১৯৬৬ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে সংঘের প্রান্ত প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উত্তরপ্রদেশের প্রান্ত প্রচারক থেকে ১৯৮০ সালে সব কার্যবাহ তথা আর এস এসের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৪ সালে সর সংঘচালক পদে আসীন হন।

ব্রিটিশ পরিচালিত বিদেশি শাসনমুক্ত হওয়ার পর প্রায় পঁচাত্তর বছর অতিক্রম করে আজকের ভারত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ রাষ্ট্রীয়স্তরে গ্রহণ করা হয়েছে। এত বৎসর অতিক্রম করার পর আমরা এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে মাতৃভাষার শিক্ষার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। অথচ পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়া, সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে মাতৃভাষার কথা ১৯৯৪ সালের 'বিজয়া দশমী' তিথিতে প্রদেয় বক্তব্যেই বলেছিলেন--- **'... If sciences is taught to a village student in a language which he does not know, what will be its benefit to him? Today 50% of the capacity of our village students is lost in learning English alone. If the medium of teaching is Mother Tongue of the students, or at least in the language of their communication, we can develop the talents of our children. But unfortunately, we have not understood this fact."**

শুধু শিক্ষা বিষয়ে নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সম্পর্কেও শ্রদ্ধেয় রাজ্জু ভাইয়াজী যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক সংস্কার পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্র বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিল— বিশেষ করে বিশ্বায়ীকরণ এবং উদারীকরণের মতো জটিল বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে। ঠিক এই সময়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সমালোচনামূলক নিবন্ধ উপস্থাপন করেন আর একজন অদম্য প্রচারক তথা বরিষ্ঠ শ্রমিক নেতা শ্রদ্ধেয় দত্তোপন্ত ঠেংড়ি মহোদয়। বিশ্বয়ীকরণ, উদারীকরণ আগামীদিনে ভারতবর্ষকে কিভাবে বিদেশের কাছে তুলে দেওয়া হবে এবং চিনের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্র কীভাবে ভারতবর্ষের বাজার দখল করবে সেটা পরিস্ফুট করেন। দত্তোপন্থজী-এর প্রতিবাদ করে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ঠিক এই সময়ে সংঘ প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের মানসিকতা নিয়ে পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়াজীও স্বদেশী চিন্তা ভাবনাকেও পূর্ণ সমর্থন করে বলেছিলেন— **'Our country can not progress either on the basis of foreign capital or depending on the foreign technology. We have to be very cautions about those, who wish to sell such dreams to us. All the areas in which we have marched forward in achievents like space technology, missile technolgy, software etc, are accomplished by our own capabities. No one helped us in our efforts in these directions, but enough hurdles were thrown at us. Our patriotic scientist accepted this challenge in the national spirit and today they stand head and shoulders above others with the success our scientists accomplished."**

একইভাবে রাজ্জু ভাইয়াজী গ্রামীণ উন্নয়নের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। সাধারণ নির্দেশনা প্রদান করে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সেবা প্রকল্প বিষয়ে তিনি জোর দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সব গ্রামগুলো যেন 'ক্ষুধা মুক্ত, ভয় মুক্ত, শিক্ষণ যুক্ত হয়। তাঁর সময়কালেই সংঘের সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়।

সর্বোপরি পূজনীয় রাজ্জু ভাইয়াজীর সহজাত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সব মানুষের ইতিবাচক দিক বিচার করা। এই বিষয়টি সম্পর্কে বলতে গেলে একটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি যখন সর সংঘচালক ছিলেন। তখন, বর্তমান সরসংঘচালক পূজনীয় ড. মোহন ভগবতজী বিদর্ভ প্রান্তের প্রচারক ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে ড. মোহন ভগবতজীকে বলেছিলেন— "সব মানুষই প্রকৃতপক্ষে ভাল। মানুষের দিকটি বিবেচনা করাই কাজ করা উচিত। রাজ, দ্বেষ, স্বার্থের কারণে মানুষ বদ আচরণ করে। কিন্তু বিশ্বাস বজায় রাখলে সে ভালো উত্তরও দিতে পারে। এই বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় রাজ্জু ভাইয়াজী হলেন প্রথম উচ্চসারির পদাধিকারী যিনি বিদেশের মাটিতে হিন্দুদের হয়ে প্রচার করেছিলেন পাশ্চাত্য সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন। দেশের মাটিতে উত্তর ভারতে সংঘকার্য প্রসারণে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যদিও তিনি স্বল্প সময়ের জন্য সংঘের শীর্ষপদে আসীন ছিলেন— সংঘ এবং সমাজে তিনি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন এবং বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ। সমাজ সংস্কারকগণের সাথে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষের মনে সংঘ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করে ব্যাপকভাবে প্রসার করতে সক্ষম হয়েছিলেন--- পাশাপাশি হিন্দুত্ব ভাবধারাকে ভারতের মূল কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, তার সময়কালেই ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষের কেন্দ্রে প্রথমবারের মতো শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

২০০৩ সালের ১৪ জুলাই মহারাষ্ট্রের পুণায় অবস্থিত কৌশিক আশ্রমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর রচিত একটি সংঘ কবিতার দুটো পংক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে এই নিবন্ধের ইতি টানব—

'পথ কা অন্তিম লক্ষ্য নেহি হ্যায়,
সিংহাসন চড়াতে জানা।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্

তামিলনাড়ুতে বিষমদ কাণ্ডের তদন্ত করবে সিবি-সিআইবি : এম কে স্ট্যালিন

চেন্নাই ও ভিল্লুপুরম, ১৫ মে (হি.স.): তামিলনাড়ুতে বিষমদ কাণ্ডের তদন্ত করবে সিবি-সিআইডি। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তিনি বলেছেন, বিষমদ সম্পর্কিত মামলাগুলি সিবি-সিআইডি-তে স্থানান্তর করা হবে।

তামিলনাড়ুর চেঙ্গলপাট্টু ও ভিল্লুপুরম জেলায় বিষমদ খেয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ১২ জনের, শুধুমাত্র ভিল্লুপুরম জেলায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। সোমবার সকালে তামিলনাড়ু পুলিশ জানিয়েছে, ভিল্লুপুরম জেলায় বিষমদ কাণ্ডে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। চেঙ্গলপাট্টুতে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। দুই জেলায় মোট ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় অনেকেই চিকিৎসাধীন ভিল্লুপুরম সরকারি হাসপাতালে। সোমবার হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

নর্থ জোনের আইজি এন কান্নান জানিয়েছেন, চেঙ্গলপাট্টু ও ভিল্লুপুরম জেলায় দু"টি বিষমদের ঘটনা ঘটেছে। ভিল্লুপুরম জেলায় বমি, চোখে জ্বালা এবং মাথা ঘোরার অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে আমারণ নামে একজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং বিষাক্ত মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বিষমদ কাণ্ডে ৫৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে ও মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গেটওয়ে ফাইনান্সিয়াল সংস্থার দু'টি কার্যালয়ে তল্লাশি চালাল ইডি। সোমবার ম্যাঙ্গো লেন ও শেক্সপিয়ার সরণিতে বেসরকারি সংস্থার অফিসে হনা দেয় ইডি। সূত্রের খবর, ওই সংস্থার কর্ণধারের নাম পিকে আগরওয়াল। সংস্থার দু'টি কার্যালয়ে ইডি-র তল্লাশি চলছে। শহরের আরও একাধিক জায়গায় একই মামলায় তল্লাশি শুরু করেছে ইডি। সোমবার সকালে ৬-৭ জনের প্রতিনিধি দল অফিসের ভিতরে ঢুকেছেন। প্রাথমিকভাবে খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই ফাইনান্সিয়াল কোম্পানির বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক তছরুপের মামলা রয়েছে। আইপিও, শেয়ার মার্কেট, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই ভবনে ২০০৮ সাল থেকে এই কোম্পানির অফিস। অফিসের নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন ইডি আধিকারিকরা।

কথা বলছেন কর্মীদের সঙ্গে। যখন ইডি আধিকারিকরা ভিতরে ঢোকেন, তখন ২-৩ জন কর্মী ছিলেন। আশপাশের অফিসের কর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীরা জানাচ্ছেন, গত ১০-১২ দিন ধরে এই অফিসে কোনও কর্মী আসেননি। এখনও পর্যন্ত ম্যাঙ্গো লেনের অফিস থেকে কাউকে গ্রেফতার করেননি ইডি আধিকারিকরা।

করোনার প্রকোপ কমছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিরন্তর কমছে, নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। সুস্থতার হারও ঊর্ধমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৮০১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১৪,৪৯৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১, ৭৭৮ জনের (১.১৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের, তাঁদের মধ্যে ৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন কেরলে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৩৫,২০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৮ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৩৬৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৯২,০৫৯ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ মে সারা দিনে ভারতে ৫৫,৬৩৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ছত্তিশগড়ের বালোদা বাজারে পিকআপ গাড়িতে ধাক্কা ট্রাকের, শিশু ও মহিলা-সহ মৃত্যু ৬

রায়পুর, ১৫ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ের বালোদা বাজার জেলায় যাত্রীবোঝাই পিকআপ গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। মৃতদের মধ্যে শিশু ও মহিলা রয়েছেন। বালোদা বাজার জেলার পুলিশ সুপার দীপক ঝা বলেছেন, পিকআপ গাড়িতে দুই ডজনের বেশি যাত্রী ছিলেন, ওই পিকআপ গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের।

রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বালোদা বাজার জেলার পালারি থানা এলাকায় গোদা ব্রিজের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ও একটি শিশু রয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাঁদের মধ্যে ৩ জনের আঘাত গুরুতর। এই দুর্ঘটনার বিষয়ে জানতে পারা মাত্র শোকব্যক্ত করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল।

আপাতত শুষ্ক থাকবে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ, ১৭-২০ মে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.): কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আপাতত শুষ্কই থাকবে। তবে, ১৭-২০ মে সময়কালের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার উত্তরবঙ্গে ১৬-২০ মে সময়কালে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে বইতে পারে দমকা হাওয়া।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বজায় থাকবে গরম, কোনও কোনও জেলায় তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, ১৬ মে পশ্চিমের কিছু জেলা, যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও দুই বর্ধমানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারে। সোমবারও সকাল থেকেই ভীষণ গরম অনুভূত হয়েছে শহর ও শহরতলিতে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম। গরমের সতর্কতাও জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে। বৃষ্টির দেখা নেই অনেক দিন হল, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরমের দাপট। একইসঙ্গে বাড়ছে জল সঙ্কটও। তাপপ্রবাহের মধ্যেই গরমে নাজেহাল অবস্থা পুরুলিয়া জেলার বাসিন্দারা। প্রতিবছরই গ্রীষ্মে পুরুলিয়া জেলার সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, এবারও একই অবস্থা। গরম থেকে রেহাই পেতে এখন বৃষ্টিই অন্যতম ভরসা। কিন্তু, দেখা নেই বৃষ্টির। উল্টে দাবদাহের সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ, দুপুরের দিকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে ৪২-৪৩ ডিগ্রির ঘরে। বৃষ্টির জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে মানুষের মধ্যে, পানীয় জলের দোকানে বাড়ছে ভিড়। ছাতা ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন না কেউ। পুরুলিয়ার জেলার মানুষজনের কষ্ট বাড়িয়েছে জল সঙ্কট। গ্রামাঞ্চলে দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সঙ্কট। নলকূপ থেকে বেরোচ্ছে না জল। জেলাবাসী এখন বৃষ্টির অপেক্ষার চাতক পাখির মতো আকাশের দিকে তাঁকিয়ে রয়েছেন।

২৪ মে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ কবে তা নিয়ে সোমবার একটি টুইট করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেখানেই তিনি জানান, আগামী সপ্তাহে ২৪ মে অর্থাৎ বুধবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। প্রতিবারের মতো সংসদের সরকারি ওয়েবসাইটে থেকে ফল জানা যাবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ১৯ মে। আগেই তা জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তার পাঁচ দিন পরেই প্রকাশ করা হবে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলও।

ব্রাত্যবাবু টুইটে জানিয়েছেন, ২৪ মে বেলা ১২টায় সাংবাদিক বৈঠকে ফল ঘোষণার পর ওই দিনই সাড়ে ১২টা থেকে পরীক্ষার্থীরা সকলে ফল জানতে পারবেন। বিভিন্ন অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ফল জানা যাবে। আগামী ৩১ মে সংসদের তরফে স্কুলগুলিকে উচ্চ মাধ্যমিকের মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

পুণে-তে খড়কওয়াসলা জলাধারে ডুবে মৃত্যু দুই বালিকার, প্রাণে বাঁচল সাতটি মেয়ে

পুণে, ১৫ মে (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের পুণে-তে খড়কওয়াসলা জলাধারে ডুবে মৃত্যু হল দুই বালিকার। প্রাণে বেঁচে গিয়েছে সাতটি মেয়ে, তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার সকালে পুণে জেলার খড়কওয়াসলা জলাধারে ডুবে যায় সাতটি মেয়ে, ৭ জনকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। কিন্তু, দুই বালিকার খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুণে গ্রামীণ প্রশাসন জানিয়েছে, নিখোঁজ দুই বালিকার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে পুণে জেলার গোরহে খুর্দ গ্রামে সাঁতার কাটার সময় জলে ডুবে যায় ৯টি মেয়ে। স্থানীয়রা সাতটি মেয়েকে উদ্ধার করলেও, দু'জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিন সকালে গোরহে খুর্দ গ্রামের সীমানার কলমাদি ফার্ম হাউসের কাছে খাড়কওয়াসলা জলাধারে সাঁতার কাটতে নেমেছিল ৯টি মেয়ে। জলের গভীরতা অনুমান করতে না পারায় তাঁরা ডুবে যায়।

আইসিএসই ও আইএসসি শীর্ষস্থানাধিকারীদের অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : আইসিএসই ও আইএসসি শীর্ষস্থানাধিকারীদের অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তিনি টুইটারে লিখেছেন, "কলকাতা-সহ বাংলা এবং সারা দেশের আইসিএসই এবং আইএসসি এবং সফল পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন! আপনারা বিস্ময়করভাবে ফল দেখিয়ে আমাদের গর্বিত করেছেন। দেখিয়েছেন প্রতিভা কী অর্জন করতে পারে।

শুভকামনা। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমার রাজ্য ও দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাও! বাংলার সফলদের পাশাপাশি, আমি সারা দেশের শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানাই!"

রবিবার দুপুরে চলতি বছরের আইসিএসই, আইএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গেল দু"টি ক্ষেত্রেই গত দু"বছরের তুলনায় পাশের হার কমেছে। বিশেষ করে, দ্বাদশের ফল চিন্তায় রাখল ছাত্রছাত্রীদের ও স্কুলগুলোকে। দেশের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও এক ছবি। যদিও গত দু"বছর করোনা অতিমারীর কারণে যে সব ছাড় দেওয়া হয়েছিল, সে সবের অনেক কিছুই এ বার ছিল না।

মুম্বইয়ে গ্যাস লিক করে বাড়িতে আগুন; কোনও রকমে প্রাণে বাঁচল পরিবার, ৬ জন অগ্নিদগ্ধ

মুম্বই, ১৫ মে (হি.স.) : মুম্বইয়ের খার পশ্চিম এলাকায় আবাসনে গ্যাস লিক করে অগ্নিকাণ্ড। ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে কোনও রকমে প্রাণে বাঁচল গোটা পরিবার। সোমবার মুম্বইয়ের খার পশ্চিম এলাকার কোলিওয়ারায় এক আবাসনে গ্যাস লিক করে অগ্নিকান্ডের সৃষ্টি হয়। সকাল ৮.৪৫ মিনিট নাগাদ আগুন লেগে যায় আবাসনে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল অফিসে। ৩০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন দমকম কর্মীরা। আবাসনে আটকে পড়া সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন চার সদস্যের একটি পরিবার সহ আরও দুই জন। যাদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। বান্দ্রার এক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে আহতেদের। আহতদের চিহ্নিত করেছে পুলিশ। শাখুভাই জেসওয়াল (৬৫), সুনীল জেসওয়াল (২৯), প্রিয়াঙ্কা জেসওয়াল (২৬), প্রথম জেসওয়াল (৬), নিকিতা মান্দলিক (২৬), যশ চাভন (৭)।

রাজ্যে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রাণীসম্পদ রক্ষায় প্রাণীপালকদের করনীয়

বর্তমান সময়ে দেশ ও রাজ্যে শ্রীষ্মকালীন অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশু ও পাখীদের মধ্যেও তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত স্ট্রেস বা ক্রেশ দেখা যায় উ এই সময়ে চরম গরম ও আর্র আবহাওয়ায় গবাদি পশু ও পাখীর ঘাম ও হাপানির মাধ্যমে তাপ নয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা হাস পায়।এর ফলে প্রানীদের খাদ্যগ্রহণ, উৎপাদন, এবং প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়াও হিট্ স্ট্রোক হয়ে মারা ও যেতে পারে। এতে করে প্রাণীপালকদের প্রভূত ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। তাই প্রানীপালকদের অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত থেকে বাচাতে সঠিক ব্যবস্থাপনা গুরুতপূরন।

এসময়ে গৃহপালিত প্রাণীদের অত্যধিক তাপপ্রবাহ থেকে রক্ষা করতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো নেওয়া একান্ত আবশ্যক:

১। গবাদিপশুর বাসস্থান খোলামেলা ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সরাসরি রোদ্রের তাপ থেকে রক্ষা পেতে গোয়ালঘরের চালার উপর বস্তা বা ছনের আস্তরন দিতে হবে। প্রাণীদের দীড়ানো ও বসার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। প্রয়োজনে গোয়ালঘরের উন্মুক্ত জায়গায় ভেজা পাটের বস্তা লাগাতে হবে। সম্ভব হলে বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা রাখা দরকার।

২। একসংগে কম জায়গায় বেশী সংখ্যক প্রাণী রাখা উচিত নয়।

৩। রোগ সংক্রমণ এড়াতে প্রাণীর বসত ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার এবং নিয়মিত জীবানুনাশক ছড়ানো প্রয়োজন।

৪ গবাদিপশুদের সম্ভব হলে নিয়মিত ২ বার ফ্লান করানো দরকার। প্রয়োজনে গবাদিপশুদের গায়ে জল ছিটাতে হবে।

৫। সারাদিনের জনয প্রা পাণীয় জলের সরবরাহ করতে হবে।

৬। প্রাণীদের দিনের ঠান্ডা সময়ে খাওয়ার দেওয়া উচিত।

৭। প্রানীদের পর্যাপ্ত সবুজ গোখাদ্য ও উচ্চ গুনমানযুক্ত খাবার সরবরাহ করা দরকার।

৮ প্রাণী খাদ্য কম আঁশযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

৯। সকালবেলা ৬-১০ টার মধ্যে গৃহপালিত প্রাণীদের চড়ানো উচিত। দিনের গরম সময়ে প্রাণীদের বাইরে ছাড়া উচিত নয়।

১০। এসময়ে কৃমিজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় তারজন্য নিয়মিত কৃমিনাশক উষধ দেওয়া দরকার।

১১। এসময়ে এটুলি, উকুন ও বিভিন্ন ধরনের পরজীবির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এইসব নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২১ উচচ তাপমাত্রার জনিত কারনে প্রাণীকুল ক্রেশে থাকে ও তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এতে করে বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়ম অনুযায়ী সংক্রামক রোগের টিকাকরন করাতে হবে।

১৩। উচচ তাপমাত্রার কারনে হঠাৎ করে কোনো প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়লে সংগে সংগে নিকটবতী প্রাণীসবস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

ICA/D-215/23

জনস্বার্থে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

ঘূর্ণিঝড় মোকা তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড মায়ানমার

কিয়াকপু, ১৫ মে (হি.স.) : যে দিকে চোখ যায়, শুধুই ধ্বংসের ছবি। বিধ্বংসী চেহারা নিয়ে রবিবার দুপুরে স্থলভাগে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় মোকা। ঝড়ের তাণ্ডবে মায়ানমার এবং বাংলাদেশে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বেশি মায়ানমারের কিয়াকপু-তে, সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়েছে গাছ, বাড়ি। বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন।

রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মায়ানমার এবং বাংলাদেশের মাঝে উপকূলবর্তী এলাকায় আছড়ে পড়ে সুপার সাইক্লোন "মোকা"। প্রবল হওয়ার বেগে ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়েছে, হয় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। মঙ্গলবার সকালে চারিদিকে দেখা গিয়েছে শুধুই ধ্বংসের ছবি। কিয়াকপু-র বাসিন্দাদের মন থেকে আতঙ্ক এখনও কাটেনি।

মেক্সিকোতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বেড়ে ২৬

মেক্সিকো, ১৫ মে (হি.স.): মেক্সিকোতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় রবিবার মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলীয় তামাউলিপাস রাজ্যের মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উত্তর মেক্সিকান রাজ্য তামাউলিপাসের একটি হাইওয়েতে ট্রাক্টর ট্রেলার ও ভ্যানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে প্রথমে ২৩জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। পরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ২৬ জন নিহত হয়েছেন।

তামাউলিপাসের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাজ্যের রাজধানী সিউদাদ ভিক্টোরিয়ার বাইরে প্রায় আধা ঘণ্টার মধ্যে দুটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। তারপর গাড়িগুলোতে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে কর্তৃপক্ষ ট্রেলার বহনকারী ট্রাকটিকে দেখতে পায়নি।তামাউলিপাস প্রসিকিউটর অফিসের একটি সূত্র জানিয়েছে, ট্রাকের চালক পালিয়ে গেছেন কি না বা দুর্ঘটনায় তিনি মারা গেছেন কি না তদন্তকারীরা সে বিষয়ে নিশ্চিত নন। ধারণা করা হচ্ছে, ভ্যানটি ব্যক্তিগত ব্যবসার কাজে ব্যবহার করা হত। ভ্যানের যাত্রীদের মধ্যে শিশুও ছিল। ঘটনাস্থল থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া গেছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে নিহতরা সবাই মেক্সিকান।

রোজগার মেলা : ১৬ মে প্রায় ৭১ হাজার নব নিযুক্তদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): রোজগার মেলার অধীনে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৬ মে, মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রায় ৭১ হাজার নব নিযুক্তদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেবেন। এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্যও রাখবেন তিনি। সারা দেশের ৪৫টি জায়গায় রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

গ্রামীণ ডাক সেবক, কমার্শিয়াল-কাম-টিকিট ক্লার্ক, জুনিয়র ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট, জুনিয়র অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশন অফিসার, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইন্সপেক্টর, নার্সিং অফিসার, প্রিন্সিপাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর-সহ বিভিন্ন পদে নব নিযুক্তরা যোগ দেবেন। 'কর্মযোগী প্রারম্ভ' অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কাজের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের সুযোগও পাবেন তাঁরা।

'কাপড় খুলে দেব' বলে দিলীপের হুঁশিয়ারি কুড়মিদের

ঝাড়গ্রাম, ১৫ মে (হি. স.) "ওরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে সব কাপড় খুলে দেব আমি। দিলীপ ঘোষের পিছনে যেন লাগতে না আসে।" সোমবার ঝাড়গ্রামে এই ভাষাতেই কুড়মিদের হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা মেদিনীপুরে সাংসদ দিলীপ ঘোষ বিগত কয়েকদিন ধরেই জনজাতি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দাবিতে কুড়মিদের আন্দোলন চলছে। ইতিমধ্যেই কুড়মিদের আন্দোলনে বনধ থেকে অবরোধ দেখেছে রাজ্য। রবিবার কুড়মিদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন দিলীপবাবু। বিজেপি নেতাকে জঙ্গলমহলে নিষিদ্ধ করার হুমকিও দেন কুড়মি আন্দোলনকারীরা। এবার পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন দিলীপবাবু।

সোমবার তিনি বলেন, মাহাত সাংসদ-বিধায়কদের পারলে পদত্যাগ করিয়ে দেখান। আমি ওদের আন্দোলনের পাশে রয়েছি। আমি চাল-ডাল দিয়ে সাহায্য করেছি। কাদের কী সাহায্য করেছি, জানতে চাইলে নাম প্রকাশ্যে আনব। রবিবার লালগড়ের ধরমপুরে দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার পথে দিলীপ ঘোষের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

স্বাস্থ্য উপকারিতার জন্য বিশেষ প্রয়োজন তুলসি

তুলসি মোটেও মিষ্টি ধরনের কোন উদ্ভিদ নয়, যা খাদ্যে স্বাদ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই সবুজ উদ্ভিদ ওসিমিয়াম টেনুইফ্লরাম বা তুলসি নামে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বেশ পরিচিত। চোখের রোগ থেকে শুরু করে দাদ সারাতেও এটি ঔষধী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তুলসির পাতা থেকে বীজ, সবকিছুই শরীর-মন সুস্থ রাখতে বলবর্ধক হিসেবে কাজ করে থাকে। তুলসির বিভিন্ন অংশ যেসব চিকিতার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে-

১. ব্রঙ্কাইটিস: তুলসির পরিষ্কার ফুল এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

২. ম্যালেরিয়া: পাতা ও বীজ কালো গোলমরিচের সাথে ব্যবহার করা হয়।

৩. ডায়রিয়া, মাথা ঘুরানো ও বমিভাব: সম্পূর্ণ উদ্ভিদটিকে ব্যবহার করা হয় এ সমস্যার ক্ষেত্রে।

৪. চর্বি: এ ধরণের সমস্যার জন্য সম্পূর্ণ উদ্ভিদ দিয়ে ট্যাবলেট এবং মলম তৈরি করে ব্যবহার করা হয়।

৫. আলসার ও চক্ষু রোগ: এই উদ্ভিদটির অ্যালকোহল নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

৬. পোকাকামড়: পাতা থেকে তেল সংগৃহীত করে ব্যবহার করা হয়।

বহু গবেষণায় মানুষের চিকিতার জন্য তুলসির ব্যবহার গবেষকরা সমর্থন করে থাকেন। পুষ্টির মান সহ এতে রয়েছে উচ্চমাত্রা সম্পন্ন: ভিটামিন এ ও সি, ক্যালসিয়াম, জিংক, ক্লোরোফিল।

তবে তুলসি পাতা প্রাকৃতিক ঔষধ হিসেবে গ্রহণ করলেও চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত এছাড়াও চিকিতকের অনুমোদনে কোনো ঔষধ সেবনরত অবস্থায় এটি সেবন বা ব্যবহার না করাই উত্তম।

তুলসি পাতার নানাবিধ শারীরিক উপকারিতার মাঝে প্রধান কয়েকটি উপকারিতা এখানে তুলে ধরা হলো।

কমায় মানসিক চাপ ও অশান্তি

আয়ুর্বেদ জার্নাল এবং ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন এর তথ্যানুযায়ী, ডায়াজেপাম এবং অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট ড্রাগস এর তুলনায় বেসিল এর মধ্যে অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট এবং বিরোধী-উদ্বেগ বৈশিষ্ট্য বেশি রয়েছে। এক গবেষণায় তুলসি পাতা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যারা নিয়মিত ৫০০ মিলিগ্রামের মতো তুলসি গ্রহণ করেন তাদের মাঝে উদ্বেগ, মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতা তুলনামূলক কম থাকে।

আয়ুর্বেদিক অনুশীলনকারীরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তুলসি পাতা দিয়ে চা পান করতে, এটি ক্যাফেইনমুক্ত এবং প্রতিদিন পান করা যাবে। এছাড়া এই চা পানের মাধ্যমে যোগব্যায়াম সমপরিমাণ মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যাবে।

শরীরকে প্রাণবন্ত ও উতুল্ল করে

তুলসি পাতায় থাকা পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে ডিটক্স করতে সহায়তা করে। স্টাডিজ ট্রাস্টেড জানাচ্ছে, তুলসি শরীরকে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান থেকে রক্ষা করে এবং ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে সুস্থ রাখে। এতে করে শরীর প্রাণবন্ত ও উতুল্ল থাকে।

ইনফেকশন ও ক্ষত প্রতিরোধ করে

সার্জারি হওয়ার পরে ক্ষতস্থান দ্রুত ভালো হওয়ার জন্য তুলসি পাতা ব্যবহার করেন অনেকেই। তুলসি ক্ষতস্থানের শক্তি পুনঃরুদ্ধার করে, ক্ষত সারানোর সময় কমিয়ে আনে এবং দ্রুত কাজ করতে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানীরা জানান, তুলসি পাতা যেমন- মুখের আলসার, ব্রন, পুরনো দাগের মতো ইনফেকশন ও ক্ষত থেকে রক্ষা করে।

রক্তে চিনির মাত্রা কমায়

যদি আপনার প্রিডায়বেটিস বা টাইপ-২ ডায়বেটিস থাকে, তবে তুলসি পাতা তা কমাতে সাহায্য করবে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে- ওজন বেড়ে যাওয়া, রক্তে অধিক ইনসুলিন, উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপের মতো ডায়বেটিসের লক্ষণসমূহ কমাতে তুলসি কাজ করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, তুলসি ৩০ দিনে ২৪ শতাংশ ব্লাড-সুগার কমাতে পারে। তবে, খাদ্যাভ্যাসে এটি যুক্ত করার পূর্বে চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে।

কমায় কোলেস্টেরলের মাত্রা

যেহেতু তুলসি পাতার কাজই হচ্ছে বিপাকীয় চাপ কমানো, তাই এটি ওজন ও কোলেস্টেরল কমাতেও কাজ করে। এটি ক্ষতিকর কোলেস্টেরল হ্রাস করে, ভালো কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে। তুলসি পাতা, তেল, তুলসি গুঁড়ার কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে থাকে।

সুস্থ রাখে পাকস্থলী

তুলসি প্রাকৃতিকভাবে পেটের সমস্যা আলসার থেকে প্রতিহত করে এবং প্রতিরক্ষা করে। উপকারী এই পাতা পেটের অ্যাসিড হ্রাস করে, মিউকাস নিঃসরণের মাত্রা বাড়ায়, মিউকাস কোষের আয়ু বৃদ্ধি করে। পেপটিক আলসার হলে বাজারের ওষুধ গ্রহণে পার্শ-প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে তুলসি -পাতা গ্রহণে উপকার দেখা দেবে।

কি হতে পারে সকালে দাঁত না মেজে জল পান করলে

এই জলর মাত্রা শরীরকে সুস্থ রাখতে, শরীরের নানাবিধ কার্যাবলিকে স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। যে কারণে নিয়মিত আট-দশ গ্লাস পরিমাণ জল পানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এমনকি শারীরিক বহু সমস্যা ও জটিলতা এড়ানো যায় জল পানের সুঅভ্যাস বজায় রাখার মাধ্যমে।

কিন্তু আজকের ফিচারের বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন।

শুধু জল পানের গুরুত্ব নয়, আজকে কথা বলা হবে সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে জল পানের বিষয়টি নিয়ে। অনেকের মাঝেই একটি ভ্রান্ত ধারনা আছে- দাঁত না মেজে বাসি মুখে জল পান করলে অসুস্থতার সম্ভবনা থাকে। বিষয়টি কতটা সঠিক?

আদতে বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। অর্থাতদাঁত না মেজে জল পানের স্বাস্থ্যহানির সম্ভবনা তো নেই-ই, বরং রয়েছে বহু স্বাস্থ্য উপকারিতা। অনেকে ভাবেন বাসি মুখে জল পানের ফলে দাঁত ও মুখের স্যালাইভাতে থাকা ব্যাকটেরিয়া পেটে গেলে সমস্যা তৈরি হবে। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা নেই। বরং এই সকল ব্যাকটেরিয়া জল পানের সঙ্গে পাকস্থলীতে গেলে, পাকস্থলিস্থ অ্যাসিডে মারা যায়। ফলে দাঁত না মেজে জল পানে কোন সমস্যা নেই।

এছাড়া জাপানিজ সংস্কৃতির অংশ হলো সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাসি মুখে একসাথে দুই গ্লাস জল পান করা। এমনই ডাক্তাররাও খালি পেটে দুই গ্লাস জল পানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই জেনে রাখুন দাঁত না মেজে জল পানের কিছু দারুণ উপকারিতা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

উপরেই বলা হয়েছে দাঁত না মেজে জল পানের ফলে দাঁত ও মুখের স্যালাইভায় থাকা ব্যাকটেরিয়া পেটে প্রবেশ করে ও পাকস্থলিস্থ অ্যাসিডের প্রভাবে মরে যায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খুব সহজেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীর জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়ায় করা শিখে যায়।

পাকস্থলী সুস্থ রাখে

সকালে একদম খালি পেটে জল পানের ফলে পেটের বর্জ্য পদার্থ সম্পূর্ণভাবে বের হয়ে যায়। এতে করে পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র সুস্থ থাকে এবং তার স্বাভাবিক কাজ চালু রাখতে পারে।

মেটাবলিজমের মাত্রা বৃদ্ধি করে

ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মেটাবলিজমের মাত্রা অনেকখানি প্রভাব ফেলে। এই মেটাবলিজমের মাত্রা বৃদ্ধি পায় নিয়মিত খালি পেটে জল পানের অভ্যাসের ফলে। এছাড়াও খালি পেটে জল পান করলে দিনভর শরীরে আর্দতা বজায় থাকে।

ওজন কমাতে সাহায্য করে

সকালে খালি পেটে দুই গ্লাস পরিমাণ জল পান করার পরে স্বাভাবিকভাবেই পেট ভরে যাবে। এতে করে বাড়তি খাবার খাওয়ার চাহিদা তৈরি হবে না।

এখন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বাড়াতে পারে আপনার স্মৃতিশক্তি

স্মৃতিশক্তিজনিত সমস্যায় ভোগেন অনেকেই।

অল্পতেই কোন বিষয়ে ভুলে যাওয়া, দীর্ঘদিন কোন কিছু ভালোভাবে মনে রাখতে না পারার মতো সমস্যাগুলো দেখা দিলে বুঝতে হবে দুর্বল স্মৃতিশক্তির সমস্যায় ভুগছেন আপনি।

আয়ুর্বেদে বহু রোগ, শারীরিক ও মানসিক সমস্যার খুব চমতার সমাধান ও চিকিৎসা রয়েছে।

কিছুক্ষণ আগে কোথায় চশমা রেখেছেন, গতকাল দুপুরে কি খেয়েছেন বা আগামীকাল কখন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে- এই বিষয়গুলো যদি পরিষ্কারভাবে মনে করতে সমস্যা হয়, তবে খুব দ্রুত আয়ুর্বেদিক উপায়ের শরণাপন্ন হতে হবে।

আয়ুর্বেদে স্মৃতিশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে ও বৃদ্ধিতে বাড়তি কোন উপাদান নয়, কিছু প্রাকৃতিক ও উপকারী খাদ্য উপাদান খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

কাঠবাদাম

অন্যান্য সকল ধরণের বাদামের মাঝে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে কাঠবাদাম সবচেয়ে বেশি কার্যকরি। কারণ এই বাদামে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডস ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমূহ। যা মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী। কাঠবাদাম খাওয়ার সবচেয়ে সঠিক প্রক্রিয়াটি হলো- সারারাত ভিজিয়ে রেখে পরদিক সকালে জল ছেঁকে এরপর দুধ ও মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া।

আমলকি

ত্বক ও চুলের পরিচর্যা, সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য তো বটেই, মস্তিষ্ক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও আমলকি দারুণ উপকারী প্রাকৃতিক উপাদান। পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন-সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় আমলকি নিয়মিত খাওয়ার ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় তুলনামূলক অনেক বেশি। এছাড়া নার্ভাস সিস্টেমের উপরেও ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে আমলকি। ফলে বয়স্কদের আলজেইমার রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভবনা কমিয় অনেকখানি। আস্ত আমলকি কিংবা আমলকির রস পান করা যেতে পারে।

মাছের তেল

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মাছের তেল চমতার একটি খাদ্য উপাদান, বিশেষত আপনি যদি নন-ভেজিটেরিয়ান হয়ে থাকেন। মাছের তেলে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রানিজ ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। যা মস্তিষ্কের কোষের পুনর্গঠনে সাহায্য করে। যা পরবর্তিতে স্মৃতিশক্তি জোরদার করতে ভূমিকা পালন করে।

দারুচিনি

মশলা হিসেবে বিভিন্ন ধরণের বহুল ব্যবহৃত এই উপাদানটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। আধা চা চামচ পরিমাণ দারুচিনি গুড়া এক চা চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ঘি

ফ্যাট-সল্যুবল ভিটামিন ও এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিডের উত হলো ঘি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঘি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা, বুদ্ধিজনিত ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তিকে শক্তিশালী করতে কাজ করে। তরুণ বয়সে প্রতিদিন আধা-এক চা চামচ পরিমাণ বিশুদ্ধ ঘি গ্রহণে মস্তিষ্কের সার্বিক উন্নতি ঘটে।

শরীরে মারাত্মক কোনো রোগ আছে কিনা বুঝুন ১০ লক্ষণে দেখেনিন

আমাদের দেহ আসলে অবিশ্বাস্যরকমভাবে জটিল। এতে সার্বক্ষণিকভাবে সক্রিয় নানা অঙ্গ যেমন আছে তেমনি আছে কখনোই না ঘুমানো একটি মস্তিষ্ক। আর প্রতিটি সিস্টেমই একটি আরেকটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। কোনো একটা সিস্টেমে সমস্যা হলে অন্য সিস্টেমেও তার প্রভাব পড়ে। এবং নানা বাহ্যিক লক্ষণে তা স্পষ্ট হয়।

এখানে রইল এমন দশটি লক্ষণের বিবরণ যেগুলো দেখলে বুঝতে হবে আপনার দেহের ভেতরে মারাত্মক কোনো সমস্যা হয়েছে।

১. চুলকানিযুক্ত র্যাশ এবং একাধিক জায়গায় স্ফীতি

বেশিরভাগ ত্বকের অ্যালার্জি একটি বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যদি আপনার দেহের একাধিক অংশে চুলকানিযুক্ত র্যাশ এবং ফোলা দেখা দেয় তাহলে তা দেহের ভেতরের কোনো সিস্টেমের সমস্যার কারণে হয়েছে। যা শুধু একজন ডাক্তারই সারিয়ে তুলতে পারবেন।

২. ক্ষুধামান্দ্য

ক্ষুধার অনুভূতি কমে যাওয়া বেশিরভাগ রোগেরই একটি ক্ল্যাসিক লক্ষণ। আর তা যদি বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে স্থায়ী হয় তাহলে তা হতে পারে ক্যান্সারের শেষ পর্যায়ের লক্ষণ।

৩. মূত্রাশয় এবং অন্ত্রের সমস্যা

হঠাতকরেই যদি আপনার টয়লেটে যাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই উদ্বেগের কারণ। বেশি বেশি পেশাব হওয়াটা ডায়াবেটিসের লক্ষণ।

৪. হাত কাঁপা, স্পষ্ট স্বপ্ন, এবং মাংসপেশির অনিচ্ছাকৃত ভাঁজ

এগুলো হলো পারকিনসনস রোগের লক্ষণ। সুতরাং আপনি যদি হাত কাঁপার কারণে লিখতে না পারেন বা আপনার ঘাড় এবং অন্য কোনো অঙ্গ অনিচ্ছাকৃতভাবে মাঝেমধ্যেই বেঁকে যায় বা ভাঁজ পড়ে তাহলে দ্রুত কোনো স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

৫. হঠাতমেজাজ-মর্জির পরিবর্তন

নারীরা অনেক সময় তাদের মাসিক ঋতুস্রাবের আগে এ ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হন। এসময় তাদের মেজাজ খিটমিটে হয়ে যায়। কিন্তু আপনার যদি কোনো কারণ ছাড়াই এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তা হতে পারে আপনার দেহের ভেতরের কোনো সিস্টেমের মারাত্মক কোনো সমস্যার লক্ষণ।

যাদের অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড বা মূত্র গ্রন্থির পাশে বা ওপরে টিউমার হয়েছে তাদের রক্তে অ্যাড্রেনালিন উচ্চ মাত্রায় বেড়ে গেছে। যার ফলে হার্টের তড়পানি বেড়ে যাওয়া, আগ্রাসী মনোভাব সৃষ্টি এবং নানা সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৬. রাতে ঘুমের মধ্যে উচ্চ আওয়াজে নাক ডাকা

যারা ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন তারা মূলত স্লিপ অ্যাপনিয়া নামের একটি রোগে আক্রান্ত। এর মানে হলো তাদের শ্বাসনালী ঘুমের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। জিহ্বা পেছনের দিকে চলে যাওয়ার কারণে বা তাদের শ্বাসনালীর কাঠামোগত কোনো সমস্যার কারণে এমনটা হয়।

এই ধরনের সমস্যা এড়ানোর জন্য বুকের ওপর ভর দিয়ে বা উপুড় হয়ে শোওয়ার চেষ্টা করুন। এতে শ্বাসনালী খোলা থাকবে এবং কোনোভাবেই বন্ধ হবে না। কিন্তু এরপরও যদি নাকডাকার সমস্যা দূর না হয় তাহলে আপনার অবশ্যই একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা জরুরি।

৭. ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করা

অনেক সময় অচেতনভাবেই দাঁত কিড়মিড় করতে পারেন কেউ কেউ। একে বলে ব্রুক্সিজম। আর সাধারণত এই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত লোকের পাশে ঘুমালে আপনিও এমনটা করতে পারেন। অথবা পেছনের দাঁতে তীব্র সংবেদনশীলতা থাকলেও এমনটা ঘটতে পারে।

এই ধরনের সমস্যা হতে পারে মানসিক স্ট্রেস বা অবসাদের কারণে। ফলে মানসিক চাপ দূর হয়ে গেলে এই সমস্যাও আর থাকে না। কিন্তু অনেক সময় আপনার চোয়াল এতে অভ্যস্থ হয়ে পড়তে পারে। এমনকি মানসিক চাপ না থাকা অবস্থায়ও। তখন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এমন অভ্যাস-ভাঙ্গার জন্য দাঁতের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হতে পারে।

৮. দেহ থেকে নিঃসরিত কোনো তরলের মধ্যে রক্ত

কফ, পেশাব, বুকের দুধ, বা পায়খানার সঙ্গে যদি রক্ত বের হয় তাহলে আর দেরি না করে দ্রুত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কারণ দেহের কোনো তরলের সঙ্গে রক্ত যাওয়াটা দেহের ভেতরের মারাত্মক কোনো রোগের লক্ষণ।

৯. খাবার খাওয়ার পর নিয়মিতভাবে পাকস্থলিতে এসিড উদগীরণ

আপনার যদি প্রায়ই খাবার খাওয়ার পর পাকস্থলিতে এসিডের উদগীরণ হয় এবং বুক ও গলা জ্বালাপোড়া করে তাহলে আপনি হয়তো জিইআরডি বা গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ নামের রোগে আক্রান্ত। আর বেশিরভাগ সময়ই মশলাদার এবং ভাজাপোড়া খাবার খাওয়ার কারণে এই রোগ হয়ে থাকে। তথাপি অনেক সময় একদমই ভিন্ন কোনো কারণে এই রোগ হতে পারে। সুতরাং দীর্ঘদিন ধরে এসিডিটির সমস্যা হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

১০. চোখ, ত্বক এবং জিহ্বায় হলুদ আভা আপনার চোখ, জিহ্বা, ত্বক এবং হাতের তালুতে হলুদাভ ছোপ পড়লে বুঝতে হবে আপনার জন্ডিস হয়েছে। লিভারের সমস্যার কারণে এমনটা হয়। সুতরাং এমন সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তারের কাছে যান।

মাঝে মধ্যেই ঘুমের ভেতর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়?

নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিলেন আরাম করে। হঠাতনিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, ভেঙে গেল ঘুম। ঘুম ভেঙেই ক্ষান্ত নয়, আটকে যাওয়া দম ফেরাতে হতে হলো গলদঘর্ম। জল খেয়ে, বড় বড় শ্বাস নিয়ে এরপর কিছুটা স্থিতিশীল হওয়া গেল। এই দৃশ্য যদি আপনার কাছেও পরিচিত লাগে তবে জেনে নিন, এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক নাম স্লিপ অ্যাপনিয়া।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা বেশিরভাগের জন্যই ভয়াবহ।

ঘুমে থাকাকালীন হঠাত নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার সমস্যা হতে পারে অনেকের। গবেষকরা বলছেন, এই সমস্যার কারণ হতে পারে জিহ্বায় বাড়তি চর্বি বা মোটা জিহ্বা। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমনটাই দেখা গেছে। স্লিপ অ্যাপনিয়ার ক্ষেত্রে এ সমস্যা ছাড়াও ঘুমের ভেতর জোরে নাক ডাকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিঃশ্বাসের শব্দও জোরে হতে পারে। আবার অনেক সময় নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হলে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমে ব্যঘ্যাত হলে পরদিন সারাদিন ঘুম ঘুম ভাব থেকে যায়।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়াও স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভোগা ব্যক্তিরা ঘুমের মধ্যে জোরে নাক ডাকেন বেশি। তাদের নিঃশ্বাসে উঁচু শব্দ যুক্ত হতে পারে এবং অনেক সময় নিঃশ্বাস না নিতে পারার কারণে ঘুমের মধ্যে তাদের শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। এসব কারণে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, পরবর্তীতে যা অনেক বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। এসব রোগীদের অনেকেরই তাই পরদিন ঘুম ঘুম ভাব থাকে।

শুধু স্বাস্থ্যবান হলেই যে এমন সমস্যা হতে পারে তা কিন্তু নয়। বরং স্বাস্থ্যবান না হলেও জিহ্বা চর্বিযুক্ত হতে পারে। গবেষকরা এমন সব খাবারের সন্ধান করছেন, যেগুলো জিহ্বায় চর্বি কম যোগ করে থাকে। গবেষকরা বলছেন, এটি জন্মগত অথবা পারিপার্শ্বিক কারণে হতে পারে। জিহ্বায় চর্বি যত কম, ঘুমের মধ্যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার সমস্যাও তত কম হবে বলে মনে করেন তারা। এই সমস্যার অন্যতম একটি দিক হলো ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসনালীর উপরের আংশিক অথবা পুরোটা আটকে যাওয়া। যাদের ঘাড় ও টনসিল বড় বা ওজন বেশি তাদের এতে আক্রান্ত হওয়ার ভয় বেশি থাকে। গবষেণাটি করা হয় ৬৭ জন স্থূলকায় ব্যক্তির ওপর। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, স্থূলকায় ব্যক্তিরা তাদের ওজন দশ শতাংশ কমানোর পর স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণগুলো প্রায় ত্রিশ শতাংশ কমে গেছে। ওজন হ্রাসের পর তাদের শ্বাসনালীর উপরের অংশের আকার পরীক্ষা করে এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারেন গবেষকরা। ওজন হ্রাস হলে চোয়ালের মাংসপেশিও কমে যায় কিছুটা। আমাদের শ্বাসনালীর দুইপাশের অংশ নিয়ন্ত্রণ করে চোয়ালের মাংসপেশী। তাই চোয়ালের মাংসপেশী কমে গেলে উপকার পাওয়া যায়। ব্রিটিশ লাঙ ফাউন্ডেশনের চিকিতক নিক হপকিনস জানিয়েছেন, ওজন হ্রাসের মাধ্যমে শ্বাসনালীর উপরের অংশ সরু হয়ে যাওয়া ঠেকানো যায়। তবে জিহ্বার চর্বি কমানোর কার্যকরী কোনো পদ্ধতি এখনও জানা নেই। তাই স্লিপ অ্যাপনিয়ায় ভুগলে তাদের জন্য কার্যকরী সমাধান এই গবেষণায় পাওয়া যায়নি।

সাইকেল চালালেই কমবে আপনার মেদ

অতিরিক্ত ওজন শরীরে একাধিক সমস্যা ডেকে আনতে পারে। তাই অনেকেই চেষ্টা করেন অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে ফেলতে। কিন্তু ওজন কমানোর কথা মাথায় এলে অনেকেই অনেক রকম কঠিন পরিশ্রমের কথা ভাবেন। অথচ বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন, সাইকেল চালানোর মতো নিত্যদিনের কাজেও ঝরতে পারে অতিরিক্ত মেদ। শুধু প্রয়োজন সঠিক পদ্ধতির। সঠিক ভাবে মেনে চললে পাঁচটি সহজ কৌশলেই সাইকেল চালানোয় মিলতে পারে অভাবনীয় সুফল। ১। প্রস্তুতি: যে কোনও ধরনের শরীরচর্চা শুরুর আগে হাল্কা কিছু ব্যায়াম করে নিতে হয়। সাইকেল চালানোও তার ব্যতিক্রম নয়। সুফল পেতে সাইকেল চালানো শুরু করার মিনিট পনেরো আগে হালকা একটু হাঁটাহাঁটি করে নিন। এতে পেশির জড়তা দূর হবে, ঝরঝরে লাগবে শরীর। পাশাপাশি সাইকেল চালানোর সময় পরতে হবে খোলামেলা পোশাক। এর ফলে ঘাম নিঃসরণ সহজ হয়। ২। সমতলে শুরু: শুরুতেই চড়াই নয়, প্রাথমিক ভাবে সাইকেল চালানো শুরু হোক সমতলেই। প্রথমে কিছুক্ষণ এ ভাবে চালিয়ে ধীরে ধীরে চড়াইতে উঠতে পারেন, এতে শরীরের উপর আকস্মিক ধকল পড়ে না। ৩। সময় বনাম দূরত্ব: সুফল পেতে নিয়নিত দীর্ঘ সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব সাইকেল চালানোর অভ্যাস করা উচিত। তবে যাদের সাইকেল চালানোর অভ্যাস নেই তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে কম দূরত্ব ও কম সময় ধরে শুরু করা উচিত। বিশেষত যাদের স্থূলতার সমস্যা রয়েছে তাদের প্রথমেই সময় না মেপে কতটা দূরত্ব যাওয়া যেতে পারে তার উপর মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪। সাইকেলের গতি: সাইকেল চালানোর সময় একটি নির্দিষ্ট গতি বজায় রাখা আবশ্যিক। প্রথমে মধ্যম গতিতে শুরু করে ক্রমশ দ্রুত গতির দিকে যেতে হবে। এতে যেমন দীর্ঘ সময় ধরে সম্ভব হবে সাইকেল চালানো তেমনই বাড়বে কার্যকারিতা। একটানা দ্রুত গতিতে সাইকেল না চালিয়ে কিছুটা দ্রুত গতিতে চালিয়ে আবার কিছুটা বিশ্রাম দিতে হবে শরীরকে। তেমনই বাড়বে কার্যকারিতা। ৫। সঠিক খাদ্যাভ্যাস: সাইকেল চালানোর পর, তিরিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে পরিশ্রম অনুসারে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি সাইকেল চালানোর সময় শরীরে জল ও খনিজ পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গঙ্গোপাধ্যায়ের শিক্ষক চাকরি বাতিলের নির্দেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে পর্ষদ, আজ শুনানি

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : ৩৬হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয় পর্ষদের তরফে। সেই আবেদনের ভিত্তিতে জরুরি শুনানি অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতির সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় গত শুক্রবার ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে পর্ষদ। চলতি সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আদালত থেকে জানা গিয়েছে।

পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল আগেই জানিয়েছিলেন, তাঁরা এই নির্দেশকে আইনি ভাবে চ্যালেঞ্জ করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখছেন। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সুব্রত তালুকদার এবং বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করা হয়। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবারই এই চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি হতে পারে।

গত শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় প্রাথমিকের ৩৬ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটির উল্লেখ করে তাঁদের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মামলার শুনানিতে বিচারপতি এ-ও বলেছিলেন যে এই ৩৬ হাজার শিক্ষকের যখন নিয়োগ হয়েছিল, তখন তাঁরা প্রশিক্ষিতও ছিলেন না। বিচারপতির ওই নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে একটি সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও ত্রুটি ছিল না। নিয়োগ নিয়ম মেনেই হয়েছিল। এমনকি, ওই ৩৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সময় অপ্রশিক্ষিত হলেও এখন আর তাঁরা অপ্রশিক্ষিত নন। এনসিটিই-র নিয়ম মেনে তাঁদের দু'বছরের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল পর্ষদই।

কলকাতা এয়ারপোর্ট কার্তুজ সহ ধৃত যাত্রী

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্তুজ সহ ধৃত এক যাত্রী। ধৃতের নাম অবিনাশ কুমার আনন্দ। যাত্রীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, অবিনাশ ছত্তিশগড়ের রায়পুরের বাসিন্দা। কলকাতা থেকে রায়পুরে যাওয়ার জন্য ৬ ই ৫৬৮ বিমান ধরতে বিমানবন্দরে এসেছিলে ওই যাত্রী। তার সঙ্গে ছিল একটি ব্যাগ। সেই ব্যাগ পরীক্ষা করার সময় ধাতব বস্তু দেখতে পান সিআইএসএফ কর্মীরা। তাদের সন্দেহ হওয়ায় যাত্রীর ব্যাগ খুলে তল্লাশি চালানো হয়। এরপরে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসে ৭ এমএম ক্যালিবারের কার্তুজ। যাত্রীকে দীর্ঘক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসা করা হয়। তার কথায় অসঙ্গতি মেলায় শেষে ওই যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়। কার্তুজ কোথা থেকে তিনি পেয়েছিলেন? এর জন্য কোনও বৈধ অনুমতি ছিল কিনা? সে বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি যাত্রী। এরপরে ওই যাত্রীকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন সিআইএসএফ জওয়ানরা। ওই যাত্রী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

২০১৫ সাল থেকে প্রায় দু'হাজার অপ্রাসঙ্গিক আইন বাতিল করেছে সরকার : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সাল থেকে প্রায় দু'হাজার অপ্রাসঙ্গিক আইন বাতিল করেছে।

সোমবার নতুন দিল্লিতে আইনের খসড়া রচনা সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইনী খসড়া রচনা, কোনও বিজ্ঞান বা শিল্প নয়, বরং দক্ষতা ও চেতনার সঙ্গে যে এর বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, আইন স্বচ্ছ হতে হবে এবং কোন ধূসর এলাকা থাকা উচিত নয়।

তিনি সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভার আধিকারিকদের অনুরোধ করে বলেছেন, আইন সহজ এবং স্পষ্ট ভাষায় তৈরি করা উচিত, যাতে কোনও দ্বন্দ না থাকে।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী, সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এবং অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

মথুরা : চার ঘণ্টায় নিয়ন্ত্রণে প্লাস্টিক কারখানার আগুন

মথুরা, ১৫ মে (হি. স.) : মথুরার গোবিন্দ নগর থানা এলাকার শিল্প এলাকায় প্লাস্টিক কারখানার স্ক্র্যাপ গোডাউনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলকর্মীরা।

থানা গোবিন্দ নগর এলাকার অন্তর্গত গোকুল রেস্তোরাঁর কাছে শিল্প এলাকায় একটি কারখানা রয়েছে প্রমোদ খান্ডেলওয়াল ও গিরিধারী খান্ডেলওয়ালের। পলিথিন, প্লাস্টিক সংক্রান্ত জিনিসপত্র তৈরি হয় এই কারখানায়। রবিবার রাতে কারখানা চত্বরে নির্মিত আবর্জনার গোডাউনে আগুন লাগে। খবর পেয়ে আগুন কারখানার ভেতরে পৌঁছানোর আগেই দমকলের কর্মীরা দুটি গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভাতে শুরু করে। দমকল অফিসার নরেন্দ্র কুমার সিং জানান, যথাসময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। প্রায় চার ঘণ্টা লেগেছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে। প্লাস্টিকের স্ক্র্যাপ ও হাওয়ার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকটা সময় লেগেছে। আগুনের অগ্রগতি দেখে রিফাইনারি, কোসি ও বৃন্দাবনের দমকল কর্মীদের ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। এ ছাড়া সমাজকর্মীদের কাছে ট্যাঙ্কার চেয়ে সাহায্য নেওয়া হয়।

নদীয়া জেলা সীমান্তে ২১ লাখ টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার, ধৃত পাচারকারী

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : নদীয়া জেলা সংলগ্ন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)সীমান্তে ২১ লাখ টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে ধরা পড়েছে এক পাচারকারীও।

সোমবার বিএসএফের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটের ওজন ৩৪৯ গ্রাম এবং দাম ২১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৮৪ টাকা। রামনগরের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে জওয়ানরা এলাকা ঘিরে রাখেন।

সীমান্তের ওপার থেকে সোনা আনতে যাচ্ছিলেন এক কৃষক। পৌঁছানোর সাথে সাথে তাকে ঘিরে ফেলা হয়। কিন্তু সেই সময় পাচারকারি তার কাছে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে বিএসএফ জওয়ানরা তাকে ধরে ফেলে। সে নদীয়া জেলার বাসিন্দা শামিন ঢাক বলে জানা গেছে। স্বর্ণের বিস্কুটসহ আটক চোরাকারবারীকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাস্টম বিভাগ মজিদিয়ার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আকস্মিক ইংল্যান্ড সফরে গেলেন জেলেনস্কি

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে দেখা করতে ইংল্যান্ড সফরে গেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। সোমবার এক টুইট বার্তায় জেলেনস্কি নিজেই এ খবর নিশ্চিত করেছেন।

টুইটারে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, 'মূল আলোচনা'র জন্য তার 'বন্ধু' ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার ব্রিটেন নিশ্চিত করেছিল যে, তারা রুশ আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইউক্রেনকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন জোরদারে পশ্চিমা নেতাদের সঙ্গে দেখা করছেন জেলেনস্কি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ঋষি সুনাকের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন তিনি। এই সফরে দুই নেতার বৈঠক ঘণ্টা দুয়েকের বেশি হবে না বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, সরকারি ব্যক্তিরা এই সফরটিকে আলোচনার পরিবর্তে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মঙ্গলবার লখনউ আসবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি

লখনউ, ১৫ মে (হি.স.): উত্তরপ্রদেশ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি। লখনউয়ে আয়োজিত কর্মসংস্থান মেলায় যোগ দিতে মঙ্গলবার লখনউ আসবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

এবছরের রোজগার মেলার আয়োজন করা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্টানের মার্কারি হলে। আগামীকাল সকাল ১০টা থেকে শুরু হতে চলা এই মেলায় যোগ দিতে আগামীকাল উত্তরপ্রদেশ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি।

কালীঘাট পর্যন্ত হ্যারিকেন মিছিল করতে গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের অনুমতি

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের হরিশ মুখার্জি রোডে হ্যারিকেন মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নির্দেশ, শহিদ মিনার থেকে হরিশ মুখার্জি রোড হয়ে কালীঘাট পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মিছিল করতে পারবেন ওই চাকরিপ্রার্থীরা।

চাকরির দাবিতে আগামী ১৭ মে সন্ধ্যায় হ্যারিকেন মিছিল করতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থী। পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি। গত সপ্তাহে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। মামলা দায়েরের অনুমতি দেন বিচারপতি মান্থা।

চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য ছিল, শহিদ মিনার চত্বর থেকে শুরু করে কালীঘাট পর্যন্ত মিছিল করে যেতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু পুলিশ কিছু বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে সেই মিছিলের অনুমতি দেয়নি। চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী সোমবার জানান, ওই রুটে হ্যারিকেন নিয়ে প্রায় ৬০০ জন চাকরিপ্রার্থী মিছিল করবেন।

তবে এই মিছিলের জন্য কিছু শর্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে উচ্চ আদালত। সোমবার বিচারপতি মান্থার মন্তব্য, "হরিশ মুখার্জি রোড একমুখী হওয়ায় কালীঘাট পর্যন্ত মিছিল করতে ওই রাস্তাই সুবিধা হবে। তবে মিছিলকারীদের ওই রাস্তার ৮০ শতাংশ ছেড়ে মিছিল নিয়ে যেতে হবে। দু'টি সারিতে মিছিল যাবে।" হাই কোর্টের নির্দেশ, মিছিল থেকে কোনও উস্কানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না।

প্রাক্তন স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিয়ের প্রস্তাব, রাজি না হওয়ায় গুলি চালাল যুবক

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৫ মে (হি. স.) : ডিভোর্স হয়ে যাওয়া স্ত্রীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তার প্রাক্তন স্বামী। তাতে সায় দেননি যুবতী। আর এতেই গুলি চালাল যুবক। খুনের চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মিনাখাঁ থানা অঞ্চলে। অভিযুক্ত পলাতক।

জানা গিয়েছে, মালঞ্চ মৌলির বাসিন্দা রুকসানা পারভিনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বসিরহাটের ষোলাদানা এলাকার বাসিন্দা রবিউল সর্দারের। বিয়ে বছর তিনেক আগে হলেও বিচ্ছেদ হয়ে যায় মাস চারেক আগে। খবর, দিন দশেক আগে রবিউল ফের বিয়ের প্রস্তাব দেন রুকসানাকে। যুবতী বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় যুবক বারবার খুনের হুমকি দিত বলে অভিযোগ। রবিবার ফের যুবক গিয়েছিল যুবতীর বাবার বাড়ি। বিয়ের প্রস্তাব দিলে রুকসানা না বলায় ওই যুবক তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর ৩টি গুলি চালায়। যুবতীর ডান হাতে লাগে গুলি।

গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরে যুবতীর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে নিয়ে আসা হয় আরজি কর হাসপাতালে। এখানেই চিকিৎসাধীন যুবতী। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। খোঁজ চলছে অভিযুক্ত যুবকের।

উত্তর ধূপঝোরায় বিজেপিতে যোগদান ২৫টি পরিবারের

মেটেলি, ১৫ মে (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরার বাসুপাড়া এলাকায় ২৫টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল।

সোমবার বিজেপির মেটেলি সমতল মণ্ডল সভাপতি মজনুল হক জানান, মানুষ তৃণমূলের অনুন্নয়ন ও দুর্নীতি দেখছে। তাই তারা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করছে। এই যোগদান সভা চলতেই থাকবে। যদিও যোগদান সভার বিষয়ে তৃণমূলের দুই নম্বর অঞ্চল সভাপতি বাপন রায় জানান, বিজেপি কিছু মানুষকে ভুল বুঝিয়ে তাদের দলে নিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যে প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। মানুষ উন্নয়নের পক্ষেই আছে, থাকবে। যোগদানকারীরা জানান, গত পাঁচ বছরে এলাকায় কোনও উন্নয়ন হয়নি। তাই বিজেপিতে যোগদান করা। সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সহ সভপতি মদন লোহার, জগদীশ বর্মন, সম্পাদক মেহবুব আলম, শ্যামল ছেত্রী, শ্যামল রায়, নিপেন রায়, বিশ্বাস রায়, কৈলাস রায়, পুলকেশ রায়, আমিনুর ইসলাম, মুন্না আলম সহ আরও অনেকে।

এলাকায় বোমাবাজিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ভাঙড়ে, অভিযুক্ত তৃণমূল

ভাঙড়, ১৫ মে (হি. স.) : আইএসএফের মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের ফুলবাড়ি এলাকায় আইএসএফ কর্মীদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় একটি শিশু আহত হয়েছে। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় নলমুড়ি ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ঘটনাস্থলে। আইএসএফ কর্মীদের অভিযোগ, রবিবার ভাঙড়ের ঘটকপুকুর এলাকায় নওসাদ সিদ্দিকির সভা ছিল। সেখানে যাতে আইএসএফ কর্মীরা না যায় সেই কারণে তাঁদেরকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই হুমকি উপেক্ষা করে ফুলবাড়ি গ্রাম থেকে বহু আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা নওসাদের মিটিংয়ে যোগ দেন। অভিযোগ সেই কারণেই এদিন তাঁদের উপর হামলা চালাতে বোমাবাজি করে তৃণমূল। এদিন এলাকায় মিছিলের নাম করে আই এস এফ কর্মীদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

করিমগঞ্জের পূর্ব বাজারি সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গ্রেফতার বনদস্যু

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পূর্ব বাজারি সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এক বনদস্যুকে। ধৃত বনদস্যুকে স্থানীয় সাগর ত্রিপুরা (২৩) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে গতকাল রবিবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ বাদশাহি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পূর্ব বাজারি জঙ্গলে অভিযান চালান দোহালিয়া রেঞ্জ ফরেস্টের কর্মীরা। রেঞ্জ অফিসার অঞ্জিল হাপিলার নির্দেশে পুলিশ বাহিনী এবং ফরেস্ট প্রটেকশন টিমকে সঙ্গে নিয়ে বাজারিছড়া থানাধীন পূর্ব বাজারি বনাঞ্চলে অভিযান চালান ডেপুটি রেঞ্জার প্রণব কলিতা, সলগই ফরেস্ট বিট অফিসার আব্দুল হাসিব লস্কর, দুই বনকর্মী যথাক্রমে প্রদীপ বারৈ ও দিলোয়ার হুসেন প্রমুখ।

অভিযানে বনাঞ্চলের ভিতরে কয়েকজনকে করাত দিয়ে সেগুন গাছ কাটতে দেখেন অভিযানকারীরা। কয়েকজনের মধ্যে এক বনদস্যুকে পাকড়াও করলেও বাকিরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজা দিলেন সস্ত্রীক মরিশাসের রাষ্ট্রপতি পৃথ্বীরাজ সিং রূপন

কলকাতা, ১৫ মে (হি.স.)। তিন দিনের সফরে কলকাতায় আসা মরিশাসের রাষ্ট্রপতি পৃথ্বীরাজ সিং রূপান বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজা দিলেন। সোমবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়ে বিশেষ পূজা দেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তও।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পৃথ্বীরাজ সিং প্রায় ৪৫ মিনিট দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রার্থনা করেন। তাঁকে এখানে স্বাগত জানান দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অক্ষি কুশল চৌধুরী।

মা কালীর পূজা শেষে মন্দির চত্বরে শিবের মন্দিরে জলও নিবেদন করেন তাঁরা। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখেন এখানকার ব্যবস্থা। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির চত্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের ঘরেও গিয়েছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের ভিতরে প্রার্থনা করেন। প্রসঙ্গত, একটি নাগরিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছেন মরিশাসের রাষ্ট্রপতি পৃথ্বীরাজ সিং রূপন।

ব্যাগের মধ্যে শিশুর দেহ

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া না থাকায় মৃত সন্তানের দেহ ব্যাগে ভরে বাড়ির পথে রওনা হয়েছিলেন বাবা। মর্মান্তিক এই ঘটনায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের কাছে রিপোর্ট তলব করল স্বাস্থ্য দফতর। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মোস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গিপাড়া এলাকার বাসিন্দা অসীম দেবশর্মা। পেশায় শ্রমিক। জানা যায়, শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় অসীমের ছয় মাসের সন্তানের। মেডিকেলের তরফে শিশুর দেহ নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই অ্যাম্বুল্যান্সের সন্ধান শুরু করেন অসীম। শিলিগুড়ি থেকে কালিয়াগঞ্জের ডাঙ্গিপাড়ায় যেতে অ্যাম্বুল্যান্স আট হাজার টাকা দাবি করে। পকেটে অত টাকা না থাকায় ১০২ নম্বরে ফোন করেন তিনি। ফোন ধরে একজন বলেন, ভাড়া লাগবে। বিনা পয়সায় হয় না। মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের হাতে-পায়ে ধরে সমস্যাটি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে বলেন। সুপারকেও বলে কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ অসীমের। এরপর বাধ্য হয়ে মৃত সন্তানের দেহ ব্যাগে ভরে বাড়ির পথে রওনা দেন বাবা। 'অ্যাম্বুল্যান্স কেন মিলল না? ঠিক কী ঘটেছিল?' সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের তরফে। সোমবারের মধ্যেই সেই রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর। রিপোর্টে গাফিলতি প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২ যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুরও ২৪ ঘণ্টা পর বিদ্যুতের তার ঠিক করতে এলেন কর্মীরা

বীরভূম, ১৫ মে (হি. স.) : ২ যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুরও ২৪ ঘণ্টা পর সোমবার সদাইপুর থানা এলাকায় বিদ্যুতের তার ঠিক করতে আসেন কর্মীরা। সূত্রের খবর, পুলিশ পাহাড়া থাকা সত্বেও রীতিমত ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁদের।

রবিবার সদাইপুর থানার রেঙ্গুন গ্রামে বিদ্যুতের তারে লেগে দুই যুবকের মৃত্যু হয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁরা সম্পর্কে দুই ভাই। দুজনেরই বাড়ি উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলায়। ওই দুজন ধান কাটার মেশিন নিয়ে এসেছিলেন। ওই এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাঁরা ধান কাটছিলেন। এদিন সেই কাজেই একটি গাড়িতে ধান কাটার মেশিন নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময়েই দুর্ঘটনা ঘটে।

ওই রাস্তার উপরেই ছিল ১১০০০ ভোল্টের তার। কোনওভাবে মেশিনের একটি অংশ ওই তারে লেগে যায়। সেই সময় তার সরাতে গিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ওই দুজন ব্যক্তি। সদাইপুরের এক বাসিন্দার দাবি, "এখন মাঠে ধান কাটা চলছে। মেশিন আসছিল। মেন রোডের ওপরে তার রয়েছে। তার নীচু হয়ে গিয়েছে, বারবার অভিযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। বিদ্যুৎ দফতরের জন্যই এমন হয়েছে। প্রথমে একজন ঝটকা খায়। ওকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকজনও ঝটকা খায়।"

গোটা ঘটনায় প্রশাসনের উপরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এক স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ, "গরিব মানুষ হুক করলে অনেক জরিমানা। জমি বেচে টাকা দিতে হয়েছে। এখনও কেন কিছু হয়নি।" গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় রাস্তায় উপর নিচু হয়ে ঝুলছিল তার। বারবার বিদ্যুৎ দফতরকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি।

দুর্ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। এলাকায় পুলিশ এলে তাদের উপরে ক্ষোভ গিয়ে পড়ে। দেহ উদ্ধার করতে এলে পুলিশকে বাধা দেন গ্রামবাসীরা। বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের আসার জন্য দাবি জানাতে থাকেন তাঁরা। প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, মারমুখী জনতাকে দেখে কার্যত পিছু হঠে পুলিশ। দেহ আটকে রেখে চলে বিক্ষোভ। তারপরেই সিউড়ি ও সদাইপুর থানা থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী ওই এলাকায় আসেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে দেহ উদ্ধার করা হয়।

ঝাড়গ্রামে ঘুমন্ত অবস্থাতেই মুখ থেঁতলে খুন

ঝাড়গ্রাম, ১৫ মে (হি. স.) : ঘুমন্ত অবস্থাতেই মুখ থেঁতলে খুন করা হল এক ব্যক্তিকে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার মালিঞ্চা গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রাধাকৃষ্ণ বালা (৪২)।খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় পুলিশ এবং পরিবার পরিজন। প্রচণ্ড গরমে রাতে ঘরে শুতে না পেরে শেষ কয়েকদিন ধরে ছাদে গিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন গৃহকর্তা। রবিবারও রাতে বাড়ির ছাদে ঘুমিয়েছিলেন। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে নীচে নামতে দেরি হওয়ায় ঘুম ভাঙাতে যান রাধাকৃষ্ণর স্ত্রী। কিন্তু ওপরে উঠেই চমকে যান রাধাকৃষ্ণ বালার স্ত্রী। বাড়ির কর্তাকে বিভৎস অবস্থায় খাটিয়ায় পড়ে রয়েছে। সারা খাট, শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কান্নায় ভেঙে পড়েন স্ত্রী। তাঁর আর্তনাদ শুনেই বাড়ির অন্য লোকজন এবং প্রতিবেশীরা গিয়ে দেখেন বাড়ির ছাদের উপরে মুখ থেতলানো অবস্থায় রয়েছে রাধাকৃষ্ণ বালা পড়ে রয়েছেন। বেলিয়াবেড়া থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গভীর রাতে পাশের বাড়ি থেকে মই লাগিয়ে রাধাকৃষ্ণ বালার বাড়ির ছাদে উঠে খুন করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জম্মুর ভাথিন্দিতে এসআইএ অভিযান

জম্মু, ১৫ মে (হি. স.) : রাজ্য তদন্ত সংস্থা (এসআইএ) সোমবার জম্মুর উপকণ্ঠে ভাথিন্দিতে অভিযান চালায়। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, সন্ত্রাসের মামলায় জম্মুর দুই বাসিন্দার বাড়িতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, সন্ত্রাবাদী তহবিল মামলায় জম্মুর উপকণ্ঠে বিধাতা নগর ভাথিন্দির বাসিন্দা আনোয়ার হুসেন পুত্র আব্দুল আজিজ এবং জম্মুর ভাথিন্দির বাসিন্দা সরপঞ্চ হাফিজ-উল্লাহ পুত্র বরকত আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

নিজের কার্য্যকালের শেষ দিনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন বিচারপতি শাহ

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.) সোমবার সুপ্রিম কোর্ট থেকে অবসর নিলেন বিচারপতি এমআর শাহ। তাঁর শেষ কর্মদিবসে তাঁকে খুব আবেগপ্রবণ দেখাচ্ছিল। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে বিদায়ী বেঞ্চে বসেছিলেন তিনি। এই সময়, বিচারপতি এমআর শাহ আবেগপূর্ণভাবে রাজ কাপুরের ছবি মেরা নাম জোকারের লাইনগুলি বলেছিলেন।

'কাল খেল মে, হাম হো না হো
গর্দিশ মে তারে রহেঙ্গে সদা
ভুলোগে তুম, ভুলেঙ্গে ও
পার হাম তুমহারে রহেঙ্গে সদা'

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে পাঁচ বছর ছিলেন এম আর শাহ।

ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ! রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে পাকড়াও অনুপ্রবেশকারী

জম্মু, ১৫ মে (হি.স.): ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের সময় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে এক অনুপ্রবেশকারীকে আটক করল সেনাবাহিনী। ধৃতের নাম-মহম্মদ উসমান। সে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের কোটলীর বাসিন্দা। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সোমবার ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিল ওই সন্দেহভাজন। কেন সে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে তা জানার জন্য ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছেন, তরকুন্দি এলাকা থেকে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়। ধৃত অনুপ্রবেশকারীকে মহাম্মদ উসমান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তিনি কোটলি জেলার বাসিন্দা। সতর্ক সেনাবাহিনী অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভেস্তে দিয়েছে।

জয়ের দাবি করলেন থাইল্যান্ডের বিরোধী দলনেতা পিটা, বললেন প্রধানমন্ত্রী হতে প্রস্তুত

ব্যাঙ্কক, ১৫ মে (হি.স.) : থাইল্যান্ডের বিরোধী দলগুলি সাধারণ নির্বাচনে সেনা সমর্থিত জোটকে হারিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে। ৯৯ শতাংশ ভোট গণনার পর প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, মুভ ফরোয়ার্ড এবং ফিউথাই পার্টি, প্রধানমন্ত্রী প্রয়ুথ চান ওচার দলের থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। তবে, সেদেশের সামরিক জুন্টা, ক্ষমতা দখল করে রাখায়, দলগুলি কতটা সহজে সরকার গঠন করতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এদিকে, জয়ের দাবি করেছেন থাইল্যান্ডের বিরোধী দলনেতা পিটা। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হতে প্রস্তুত। গণতান্ত্রিক দলগুলির পক্ষে অপ্রতিরোধ্যভাবে ভোট দিয়েছেন থাইরা, সামরিক বাহিনী প্রত্যাখ্যান করেছেন। থাই ভোটাররা প্রায় এক দশকের সামরিক-সংযুক্ত শাসনকে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করেছেন, নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী, দু"টি গণতন্ত্রপন্থী বিরোধী দলকে সমর্থন করা হয়েছে।

আইসিএসই ও আইএসসি শীর্ষস্থানাধিকারীদের অভিনন্দন শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : আইসিএসই ও আইএসসি শীর্ষস্থানাধিকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলীনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

টুইটারে তিনি লিখেছেন, "সর্বভারতীয় আইএসসি পরীক্ষায় শীর্ষে থাকার জন্য কলকাতার হেরিটেজ স্কুলের ছাত্র মান্য গুপ্ত ও শিলিগুড়ির সেন্ট জোসেফ স্কুলের শুভম আগরওয়ালকে অনেক অনেক অভিনন্দন। তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা করছি।

তাঁদের ব্যতিক্রমী অভিনয়ের জন্য, বিশেষ উল্লেখ করছি শুভশ্রী সাহু (জিডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশন ; কলকাতা) সিদ্ধার্থ কুমার দুগার (এম সি কেজরিওয়াল বিদ্যাপীঠ; হাওড়া), আনুষ্কা সামন্ত (আডামাস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল; কামারহাটি) অনুশা মাইতি (প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুল; কলকাতা) ঐশি গাঙ্গুলি (জিডি বিড়লা সেন্টার ফর এডুকেশন) অন্তরা ব্যানার্জী (মডার্ন হাই স্কুল; কলকাতা) অন্যান্য সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও আমি শুভকামনা জানাই। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন এবং আপনারা জীবনে সাফল্য অর্জন করুন।"

প্রসঙ্গত, "রবিবার আইসিএসই ও আইএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের পক্ষে খুশির খবর, এবার দশম ও দ্বাদশে সর্বভারতীয় মেধাতালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তিন জন পড়ুয়া। তা ছাড়া, রাজ্যের প্রথম তিনে কলকাতা ছাড়াও জেলার বহু পড়ুয়া জায়গা করে নিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে কর্মসূচি, পুলিশ-এসএফআই ধস্তাধস্তি

কলকাতা, ১৫ মে (হি. স.) : ফের এসএফআইয়ের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বাধা। ধুন্ধুমার কাণ্ড কলকাতার হাজরায়। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়াল এসএফআই কর্মী-সমর্থকরা। আন্দোলনকারীদের টেনে হিঁচড়ে তোলা হয় প্রিজন ভ্যানে। সব মিলিয়ে উত্তপ্ত এলাকা।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার দুপুরে। এদিন হাজরায় কর্মসূচি ছিল এসএফআইয়ের। হাজরা মোড়ে সেই কর্মসূচিতেই বাধা দেয় পুলিশ। যার জেরে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে এসএফআই ও পুলিশ। মুহূর্তেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন পুলিশ-এসএফআই।

বিক্ষোভকারীদের টেনে হিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। যদিও ভ্যান থেকে নেমে পড়েন আন্দোলনকারীরা। এই অশান্তির জেরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় হাজরা মোড়ে। জখম হন বেশ কয়েকজন এসএফআই সমর্থক। এই পরিস্থিতির মাঝেই শুরু হয় সভা।

এসএফআই সমর্থকদের কথায়, "পুলিশ তৃণমূলের দাস হয়ে গিয়েছে। আমাদের আজ মারধর করছে। নিজেদের ছেলে মেয়েরা যখন কলেজে ভরতি হতে গেলে তৃণমূলের নেতারা মোটা টাকা চাইবে সেদিন এদের চোখ খুলবে।"

নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে "মোকা"; প্রাণহানি ৩ জনের, বিপুল পরিমানে ক্ষয়ক্ষতি

ঢাকা, ১৫ মে (হি.স.): অতি প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় "মোকা" শক্তি হারিয়ে নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে বলে বাংলাদশের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। এর তাণ্ডবে এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশ ও মায়ানমারের উপকূলে ক্যাটাগরি ৫ ঝড় হিসেবে আছড়ে পড়েছে সেটি। সেই সময় এর সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৫৪ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় মোকার আঘাতে কক্সবাজারের টেকনাফ এবং সেন্টমার্টিনে ১২ হাজার ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে মৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেনি। সোমবার সচিবালয়ে নিজ দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমার এই ঘূর্ণিঝড়কে সফলভাবে মোকাবিলা করেছি। এই প্রথম কোনও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা করা হল যেখানে কোনও মৃত্যু হয়নি। এজন্য এটাকে বিশাল সফলতা হিসেবে দেখছি। কারণ প্রাণহানিটা সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

এদিকে, মায়ানমারের শিটওয়ের রাখাইন অঞ্চলে ক্রান্তীয় এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাস্তাঘাট প্লাবিত। উড়ে গিয়েছে বাড়ির ছাদ। টেলিকম টাওয়ার ভেঙে এবং বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে, এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বন্ধ রয়েছে মোবাইল এবং ইন্টারনেট পরিষেবা। এক লক্ষ মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরানো হয়েছে। মায়ানমারের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে স্থানীয় মনস্ট্রি এবং স্কুলগুলিতে নিরাপদে রাখা হয়েছে বহু মানুষকে।

প্লে-অফে যাওয়ার লড়াই এখন শেষ পর্বে, দেখে নেওয়া যাক কে কোথায়

মুম্বাই, ১৫ মে (হি.স.): প্লে-অফে যাওয়ার লড়াই এখন শেষ পর্বে। প্রতিটি দলের ১১ থেকে ১২টি ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত দশটি দলের একমাত্র দিল্লি ক্যাপিটালস প্লে অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে প্লে অফের দৌড়ে টিকে রইল কলকাতা নাইট রাইডার্স। রবিবার চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে কেকেআর ১৩ ম্যাচ খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে টিকে রয়েছে। শনিবার ইডেন শেষ ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে হারাতেই হবে কেকেআরকে। জিতলেই হবে না, জিততে হবে বড় ব্যবধানে। সেই সঙ্গে অন্য দলের ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে কলকাতাকে। আপাতত ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় সাত নম্বরে রয়েছে কেকেআর।

শনিবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে হেরেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাত টাইটান্স। তবু ১২ ম্যাচের ১৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে হার্দিকরা। গুজরাটের বাকি রয়েছে ২টি ম্যাচ। একটি জিতলেই প্লে অফ নিশ্চিত গুজরাতের। তবে দুটো ম্যাচ যদি গুজরাট হেরেও যায় তাহলেও তাদের প্লে অফে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানিই রয়েছে। রবিবার নাইট রাইডার্সের কাছে হেরে গিয়েছে সিএসকে। ১৩ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। শেষ ম্যাচে জিতলেই প্লে অফে পৌঁছে যাওয়ার কথা সিএসকে-র।

আইপিএলের পয়েন্ট টেবিলে গত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই রয়েছে তৃতীয় স্থানে। গত ম্যাচে গুজরাত টাইটান্সকে হারিয়ে আইপিএলে প্লে অফে ওঠার দৌড়ে ভালো জায়গায় রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ১২ ম্যাচ রোহিতদের পয়েন্ট ১৪। শনিবার সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। ১২ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে লখনউ। বাকি ২ ম্যাচ জিতলেই প্লে অফে পৌঁছে যাবেন ক্রুণাল পাণ্ডিয়ারা।

এখন পর্যন্ত চার দলের অবস্থান রয়েছে একই জায়গায়। প্রত্যেকের ১২ পয়েন্টে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে এই চারটি দলের মধ্যে। ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে আরসিবি রয়েছে পাঁচ নম্বরে। ১৩ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে রাজস্থান রয়্যালস। শেষ ম্যাচ জিততেই হবে সঞ্জু স্যামসনদের। সাতে রয়েছে কেকেআর। পাঞ্জাবের ১২ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। তবে রান রেটে সামান্য পিছিয়ে থাকায় আটে রয়েছে প্রীতি জিন্টার দল। বাকি ২ ম্যাচ জিতলেই প্লে অফে পৌঁছে যেতে পারে পাঞ্জাব কিংস। ১১ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ১২ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালস দশে। তাঁদের প্লে অফে ওঠার কোনও সম্ভাবনাই নেই। প্লে-অফে ওঠার এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কোন দল বাজিমাত করে সেটাই দেখার।

রাতের তাপমাত্রা ফের কমল জম্মু ও কাশ্মীরে, উপত্যকায় ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ১৫ মে (হি.স.): বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাসের মধ্যেই রাতের তাপমাত্রা কমল জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই। বানিহাল ছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই সোমবার রাতের তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের থেকে কম। শ্রীনগরে তাপমাত্রা কমে ৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, পহেলগামে ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মুতে ২২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিগত ২৪ ঘন্টা ধরে বৃষ্টিতে ভিজেছে জম্মু ও কাশ্মীরের নানা প্রান্ত। সোমবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত পহেলগামে ৬.৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে, গুলমার্গে বৃষ্টি হয়েছে ৪.২ মিলিমিটার। কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১৫-১৬ মে সময়কালে কাশ্মীরের আবহাওয়া আংশিক মেঘলা থাকবে এবং বিচ্ছিন্ন জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১৭-২০ মে সময়কালেও আবহাওয়া একই রকম থাকবে।

জামিনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন সত্যেন্দ্র জৈন, চ্যালেঞ্জ জানালেন দিল্লি হাইকোর্টকে

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): জামিনের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন দিল্লি হাইকোর্টকে। দিল্লি হাইকোর্ট এর আগে সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল, সেই রায়ের বিরুদ্ধেই সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সত্যেন্দ্র জৈন।

গত বছরের জুন মাস থেকে দিল্লির তিহার জেলে বন্দি রয়েছেন সত্যেন্দ্র জৈন। গত বছর নভেম্বরের শুরুতে, একটি সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়েছিল, সেখানে আপ-এর এই নেতাকে জেলের ভেতরেই পুরো শরীরে ম্যাসাজ করতে দেখা গিয়েছিল। তা নিয়ে ভালোই হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। দিল্লি হাইকোর্ট জামিনের আবেদন খারিজ করায় এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সত্যেন্দ্র জৈন।

৩-দিনের জন্য মিশরে গেলেন সেনাপ্রধান, প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করতেই এই সফর

নয়াদিল্লি, ১৫ মে (হি.স.): ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে তিনদিনের সফরে মিশর গিয়েছেন। এই সফরকালে সেদেশের বরিষ্ঠ সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে ভারত ও মিশরের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয় আলোচনা হবে। দু'দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি, সেদেশের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখবেন সেনাপ্রধান।

সোমবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছেন, ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে তিনদিনের সফরে মিশরে গিয়েছেন। এই সফর দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়ানো এবং পারস্পরিক স্বার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করার সুযোগ প্রদান করবে।

বাহিনী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে নেশা সামগ্রীর বিক্রেতারা। তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দেশী মদ উদ্ধার করেছে প্রমীলা বাহিনী। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ সহ বিশাল টিএসআর বাহিনী।

পুকুরে

● প্রথম পাতার পর

এএস ০১ এনসি ৪২৬৯ নম্বরের শেরওয়ালি ট্র্যাভেলসের একটি যাত্রীবাস দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন ১১ জন যাত্রী। সেই খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। কিন্তু বর্তমানে হাসপাতালে ৯ জন যাত্রী চিকিৎসাধীন। তবে দুই যাত্রী হাসপাতালে নেই বলে জানান তিনি। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই দুই যাত্রী হয়তো হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছেন।

পরিষদের

● প্রথম পাতার পর

মামলা গ্রহণ ও পুলিশের তদন্তে যেসব দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা দূর করার জন্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের আইনি ধারা সম্পর্কে আরো সচেতন করে তুলতে হবে। অন্যতায় যতই চেষ্টা করা হোক না কেন রাজ্যে নারী নির্যাতন বধু হত্যা ধর্ষণ সহ নানা অপরাধে প্রবণতা বন্ধ করা কষ্টকর হয়ে উঠবে।

ছুটছেন দিল্লী

● প্রথম পাতার পর

শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।" কেন তিনি কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি গেলেন না কেন, জানতে চাওয়া হলে শিবকুমার বলেন, "আমার পেটে কিছু সমস্যা আছে। ১০ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার আসছেন। জ্বলুনি হচ্ছে। মনে হচ্ছে সংক্রমণ হয়েছে। আমার জ্বরও এসেছে। দয়া করে আমাকে মুক্তি দিন।"

প্রসঙ্গত, ২২৪ আসনের কর্নাটক বিধানসভায় এ বার ১৩৫টি জিতে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেয়েছে কংগ্রেস। সহযোগী 'সর্বোদয

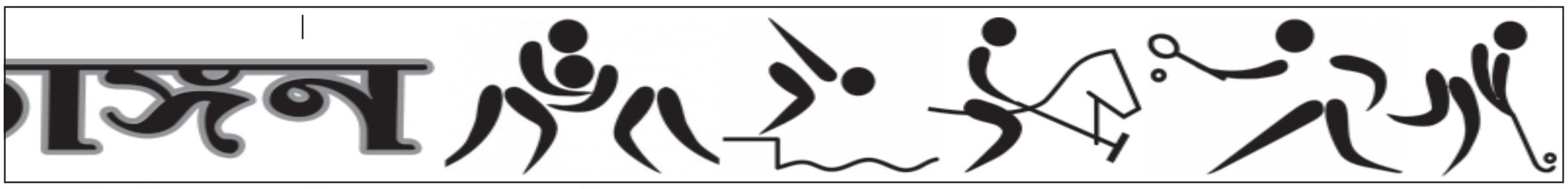

টিসিএ সচিবের নোমিনেশন ক্লাব থেকে প্রত্যাহার : সাংবিধানিক বিতর্ক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। একদিকে ক্লাব থেকে নোমিনেশন প্রত্যাহার, অপরদিকে সাংবিধানিক নীতি-বিধান বিতর্ক। সব মিলে ক্রিকেট এসোসিয়েশনে এখন চায়ের কাপে ঘূর্ণিঝড়। দুপুরে চাওড় হওয়া খবর: দুর্নীতির অভিযোগে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তাপস ঘোষের নোমিনেশন প্রত্যাহার করে নিল সংশ্লিষ্ট ক্লাব। খবরের বাস্তবতাও রয়েছে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্লাব থেকে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্যে চিঠিও জমা পড়েছে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর। এখন মূল বিষয়, আদৌ কি এটা হতে পারে কিনা! সংবিধান কি বলে! সাংবিধানিক নিয়ম কানুনের কথা কতজন জানেন। বিশেষজ্ঞদের মতে সংবিধানে নির্দিষ্ট ধারা উপধারা রয়েছে। সময় এসেছে সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণের। গোপন ব্যালটে নির্বাচন হয়েছে ২০২২-এর ২১ অক্টোবর। ৩২ জন ভোটারের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়েই নির্বাচিত হয়েছেন সচিব তাপস ঘোষ। কমিটি গঠিত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে তিন বছরের জন্য। সংশ্লিষ্ট ক্লাব এখন ইচ্ছে করলে নোমিনেশন প্রত্যাহার করে নিলে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মতো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কার্যকরী কমিটির নির্দিষ্ট পদ খারিজ হবে কিনা সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। নোমিনেশন যাঁরা প্রত্যাহার করেছেন, তাঁদের মতে ত্রিপুরা ক্রিকেটে এসোসিয়েশন এই মুহূর্তে যথেষ্ট বেকায়দায় পড়বে। অপরদিকে টিসিএ-র সংবিধানের বিশেষ ধারা উপধারা অন্য উত্তর দিচ্ছে। মুখ্যত তিন বছরের জন্য অধিষ্ঠিত যে কোন পদ-ই পুরোপুরি বহাল থাকবে বলে অপরপক্ষ বিশেষজ্ঞদের মতামত। ক্লাবের পক্ষ থেকে নোমিনেশন প্রত্যাহার করে নিলেও তার কোন প্রভাব আদৌ কমিটিতে পড়বে না বলে সংগঠকদের অভিমত। কার্যত, কি হয় মূলতঃ তাই এখন দেখার বিষয়।

ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের কমিটি গঠন না করে বিপাকে প্রশাসন!

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। কমিটি গঠন না করে ক্রীড়া দপ্তরের এক অফিসারকে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের আর্থিক দায়ীত্বে আনার ফলে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থায় ক্রীড়া দপ্তরের বেআইনি হস্তক্ষেপ কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছে না ক্রীড়ামোদী মহল। দুমাসের উপর নতুন সরকারের সময়সীমা পেড়িয়ে গেলেও ক্রীড়া পর্ষদে কমিটি গঠন করতে না পারাটা ক্রীড়ামোদী মহলের মতে সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিশাল ব্যর্থতা বলেই মনে করা হচ্ছে। আর এই ব্যর্থতা ঢাকতে দপ্তরের বেআইনি হস্তক্ষেপ কেলেংকারীর মাত্রা দ্বিগুন করে দিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের বিদায়ী কমিটির তিন মাসের বর্ধিত মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ১৭ এপ্রিল। এর পর প্রায় একমাস হতে চললো সরকার এই সংস্থাটিতে নতুন কমিটি গঠন করতে পারে নি! ২০১৮ সালে একই ঘটনা হয়েছিল। সেসময় বাম জমানা খতম করে রাম জমানা পথ চলা সবে শুরু করেছিল। ফলে ক্রীড়া পর্ষদে কমিটি গড়তে সময় লাগাটা স্বাভাবিক। তবু ছয় মাস পর কমিটি করার বিষয়টা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। আর ওই মধ্যবর্তী সময়ে ক্রীড়া দপ্তরের কতিপয় অফিসার পর্ষদে প্রচুর অনিয়ম চালায় বলে অভিযোগ। বিশেষ করে আর্থিক অনিয়ম নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ ক্রীড়া মহলে রয়েছে। অথচ এবার সেই সমস্যা ছিল না। পাঁচ বছরের ক্রীড়া পর্ষদ অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য পেয়েছে। নিজেদের রাজস্ব বাড়িয়েছে। পরিবেশে পরিবর্তন এনেছে। পর্ষদের কাজের গতিও বেড়েছে। এটা সত্য অনুমোদিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে অনুদান চাহিদা অনুযায়ী দিতে পারে নি। তবে পর্ষদের প্রশাসনিক কাজ চালানোর মত পরিস্থিতি এখন রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর্ষদের কমিটি গঠন নিয়ে তালবাহানা ক্রীড়ামোদী মহলে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে। আর এর সুযোগে এবারো অনধিকার চর্চা করছে দপ্তর প্রশাসন। ক্রীড়া অধিকর্তার বেআইনি নির্দেশে উপ অধিকর্তা বিপ্লব দত্ত স্বাশাসিত ক্রীড়া সংস্থাটিতে হস্তক্ষেপ করে চলেছেন বলে অভিযোগ।

রাজ্যবাসীকে স্বচ্ছ প্রশাসন দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার রাম সরকার ক্রীড়া পর্ষদের ক্ষেত্রে বিপরীত মুখি মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ডা. সাহা একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং প্রথম রাম সরকারের সময়কালে ক্রীড়া পর্ষদের সচিবের দায়ীত্বও পালন করেছিলেন। ফলে অভিজ্ঞতা রয়েছে পর্ষদ সম্পর্কে। এর পরেও কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে দুই মাস গড়িয়ে যাওয়াটা প্রশাসনিক ব্যর্থতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

আমবাসায় ক্লাব ক্রিকেট টানা জয় কুলাই স্পোর্টসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। জয় অব্যবহত রাখলো কুলাই স্পোর্টস দল। টানা ৩ ম্যাচে জয় পেয়ে হ্যাটট্রিক করার পাশাপাশি গ্রুপের শীর্ষে রইলো কুলাই স্পোর্টস দল। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। দশমীঘাট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সোমবার কুলাই স্পোর্টস দল ২২৭ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে নবদিগন্ত ক্লাবকে। ব্যাটে বলে দাপট দেখিয়ে বিজয়ী দলের সুমিত দেববর্মা সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন। সকালে টসে জয়লাভ করে কুলাই স্পোর্টস দল বিশাল ৩৭০ রান করে। দলের পক্ষে শৈলেশ দেববর্মা ৮০ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৪,সৌরভ দেব ৭৫ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৮৩, সুমিত দেববর্মা ৩৫ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২,রবিচরণ দেববর্মা ৩১ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪,সুরেশ দেববর্মা ৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ (অপ:) এবং দীপঙ্কর দেবনাথ ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩৯ রান। নবদিগন্ত ক্লাবের পক্ষে করণ ত্রিপুরা (৫/৫৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে নবদিগন্ত ক্লাব ১৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অনন্ত দাস ২৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৬, করণ ত্রিপুরা ৩৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১,বিপুল আচার্য ২৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ এবং কিঙ্কর পাল ১৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩১ রান। কুলাই স্পোর্টস দলের পক্ষে সুমিত দেববর্মা (৪/৪৯) এবং সমরজিৎ দেববর্মা (৩/৫) সফল বোলার।

অমরপুরে ক্লাব ক্রিকেট সেমিতে ইয়াপ্রি কৌতল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। শেষ দল হিসাবে সেমিফাইনালে পৌঁছলো ইয়াপ্রি কৌতল ক্লাব। পরাজিত করলো বয়াখা বাঐকসা দলকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে সোমবার বয়াখা বাকলা দলের গড়া ১১২ রানের জবাবে ইয়াপ্রি কৌতল দল ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের অরুণ কুমার জমাতিয়া প্রথমে বল হাতে বিপক্ষের ২ উইকেট তুলে নেওয়ার পর ব্যাট হাতে ৩৫ রান করেন। সঙ্গত: কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় অরুণকে। সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে বয়াখা বাকসা দল ১১২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে নিউটন জমাতিয়া ৩৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, তম্বো জমাতিয়া ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬, বীরলাল জমাতিয়া ৩১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং বিশ্বজিৎ জমাতিয়া ২২ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৮ রান। ইয়াপ্রি কৌতল ক্লাবের পক্ষে মাহিমা কুমার জমাতিয়া (২/১৯), অসীম জমাতিয়া (২/১৯), সর্ব হরি জমাতিয়া (২/২১) এবং অরুণ কুমার জমাতিয়া (২/৩৭) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ২৩.৩ ওভারে ৬ উইকেট হাইরয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ইয়াপ্রি কৌতল ক্লাব। দলের পক্ষে অরুণ কুমার জমাতিয়া ৬০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, অমর শক্তি জমাতিয়া ১১ বল খেলে ৫ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ (অপ:) এবং শুভ রঞ্জন জমাতিয়া ৩২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। বয়াখা বাকসা দলের পক্ষে মনোজ দাশগুপ্ত (৩/২৯) এবং নিউটন জমাতিয়া (২/৪৩) সফল বোলার।

রাজ্য স্কুল জিমন্যাস্টিকসে সদরের জয়জয়কার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে চলছে রাজ্য স্কুল জিমন্যাস্টিক্সের আসর। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এই রাজ্য স্কুল জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা আগামীকাল শেষ হবে। প্রথম দিনে আজ, বেশ কটি ইভেন্টের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় নেতাজী সুভাষ রিজিওনাল কোচিং সেন্টারের ইনডোর হলে আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলেও ইভেন্টের কম্পিটিশন শুরু হয়েছে সকাল থেকেই।

অনূর্ধ ১৯ বালক বিভাগে সাগর দেববর্মা ও চুয়াঙ্গ দেববর্মা সাফল্য পেয়েছে।

অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগ বীথিকা পন্ডিত, শ্রাবণী দাস, মিলি দেববর্মা, অনূর্ধ ১৯ বালিকা বিভাগে সঞ্চিতা মজুমদার, রিয়া দেবনাথ, সঞ্জনা ঘোষ; অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগের সৌরভ দাস, তুইমৌখ দেববর্মা, শুভম দাস সাফল্য পেয়েছে। অবশিষ্ট ইভেন্টের প্রতিযোগিতা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে।

বালিকাদের স্কুল ফুটবলে জয় দিয়ে সূচনা খোয়াই জেলার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। উদ্বোধনী ম্যাচে জয়ী খোয়াই জেলা। স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগ্যে পরিচালিত রাজ্য ভিত্তিক অনুর্ধ ১৪ বালিকা ফুটবলের টুর্নামেন্ট শুরু হলো সোমবার। সোনামুরা স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খোয়াই দল ২-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো উনোকোটি জেলাকে। তিনদিন ব্যাপী এই টুর্নামেন্টে মোট নয়টি দল অংশগ্রহন করেছে। এর মধ্যে আটটি জেলা থেকে আটটি এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের একটি দল অংশগ্রহণ করলো। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন সিপাহিজলা জেলার জেলা পরিষদের সভাপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার সহকারি সভাপতি কিন্তু আজ নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন জহরলাল ঘোষ সোনামরানগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

১ম ডিভিশন ক্রিকেট আজও তিন ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। আজ তিন ম্যাচ। ঘরোয়া প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটের। এম বি বি স্টেডিয়ামে মৌচাক খেলবে ইউ বি এস টি-র বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে ও পি সি খেলবে চলমানের বিরুদ্ধে এবং মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে হার্ভে খেলবে বি সি সি-র বিরুদ্ধে। আপাতত শীর্ষে রয়েছে ব্লাডমাউথ। শেষ ম্যাচে বৃষ্টির জন্য পয়েন্ট ভাগ হওয়ায় চলমান সঙ্ঘ আপাতত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে ইউ বি এস টি, চলমান এবং বি সি সি।

দ্বীপের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে দুর্দান্ত জয় অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। দ্বীপ শর্মা-র অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। তাতেই বড় ব্যবধানে জয় পেলো অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। পরাজিত করলো ওয়াসাক ক্লাবকে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সুপার লিগ ক্রিকেটে। কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের গড়া ৩১৩ রানের জবাবে ওয়াসাক ক্লাব মাত্র ৮৫ রান করতে সক্ষম হয়। মূলত: অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের গড়া পাহাড় সমান রানের নীচে চাপা পড়লো ওয়াসাক ক্লাব। ম্যাচে বিজয়ী দলের দ্বীপ শর্মা প্রথমে ব্যাট হাতে শতরান করার পর বল হাতে ২ উইকেট নিয়েছেন সঙ্গত: কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় দ্বীপ-কে। সোমবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাব ৩১৩ রান করে। দলের পক্ষে দ্বীপ শর্মা ১২৮ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩০, উদীয়ন বসু ৪২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, রজত দে ৪০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ এবং মহ: আবু হুসেন ৬২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। ওয়াসাক ক্লাবের পক্ষে অনুপ দে (৪/৭৯), অনিরুদ্ধ সিনহা (২/৪৫) এবং দেবাংশু ব্যানার্জি (২/৪৬) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ইকবাল হুসেনের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে মুখথুবড়ে পড়ে যায় ওয়াকাস ক্লাবের ব্যাটসম্যান-রা। দল মাত্র ৮৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অনিরুদ্ধ সিনহা ৫৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ এবং নজরুল হক ২০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের পক্ষে ইকবাল হুসেন (৫/৩০) এবং দ্বীপ শর্মা (২/৪) সফল বোলার।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/EE/PWD (G)((R&B)/GNT/2023-24

Dt. 11 - 05-2023

The Executive Engineer, Gonda Twisa Division, PWD (G), Gonda Twisa, Dhalai District on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate / item-rate e-tender in single bid / twe-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIeT No: 56 /DNIT/SE-V/AMB/2022-23	1,40,26,886.00	2,80,538.00	365 (Three Hundred Sixty Five) Days

Date of publishing of bid : 12 -05-2023
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 1500 Hrs on 02 -06 -2023
Class of tenderer : Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in. For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.

ICA/C-515/23

Executive Engineer
Gonda Twisa Division, PWD (G)
Gonda Twisa, Dhalai District

NOTICE INVITING e:TENDER

PNie-T NO. 12/EE/PNie-T/MECH.DIVN/AGT/2022-23 Dated : 10/05/2023

The Executive Engineer, 'Mechanical maintenance of lifts for the following wort::- Division, PWD, Agartala on behalf. of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of Lift/ Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or the firm having license/authorization issued by Government for maintenance of lifts ongay. i firm having specified experience in

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) for 03 (Three) Nos. 26 passenger's capacity, Bed Cum Passenger Lifts (Thyssenkrupp make) at New IGM Hospital (G+6) Building, Agartala during the year 2023-2024 (2nd call). DNIeT No.110 /EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT /2022-23.	₹ 23,62,798.00	₹ 47,256.00	571 (Five Hundred & Seventy One) Days	Up to 15.00 Hrs on 30/05/2023.	At 15.30 Hrs on 30/05/2023.

Note: The bid forms and other cictails including omine activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-512/23

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-07/EE-BRG/PWD/2023-24, Dated,

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B) percentage rate tender for the works namely:-

Sl No	Name of work/ DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1	08/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2023-24	23,65,101/-	47,302/-	90 days	Appropriate class
2	09/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2023-24	24,07,633/-	48,153/-	90 days	Appropriate class
3	10/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2023-24	20,59,094/-	41,182/-	90 days	Appropriate class

Last date and time of document downloading and bidding -02/06/2023 up to 15:00 hrs.
Date and time of opening bid — 03/06/2023 at 12.00 hrs.
Bid fee Rs. 1,000.00 (non-refundable) each
All details are available in the website http://tripuratenders .gov.in.
Submission of tenders physically is not permitted.

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-506/23

(Er. D. Karmakar)
Executive Engineer
Bishramganj Division, PWD(R&B).
Bishramganj Sepahijala Tripura

PNIeTNo, 31-36 /EE/DWS/BLG/2023-24
dated-10/05/2023

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites on line percentage rate single bid from eligible bidders up to 15.00 hrs. 02/06/2023 for Providing drinking water & hand washing facility by constn. of RCC structure , supplying & installation of polythene water storage tank in/c other allied works at 180 No. different AWCs and Schools within the jurisdiction of DWS Sub-Division, Bishramganj, Takarjala, Sonamura & Melaghar .For details please visit https:// tripuratenders .gov.in and https://etenders.gov.in / eprocure /app. or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarhfor clarifications. if any.

ICA/C-521/23

(Er.A.B.Chaudhuri)
Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

ঃ- পারদর্শী প্রশাসন, সচেতন নাগরিক, সুপরিষেবা ঃ-

আগরতলা পুর নিগম

বিষয় ঃ পুর কর সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল পুরনাগরিকদের সম্পত্তি কর সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিশেষভাবে জানার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১) কেন আমরা সম্পত্তি কর প্রদান করি?
উত্তর ঃ সকল প্রকার পুর পরিষেবা পাওয়ার জন্য। বিশেষত ড্রেইন রাস্তাঘাট, নির্মাণ এবং পরিস্কার রাখার জন্য।

২) সম্পত্তি করের হিসাব (Calculation) কিভাবে করা হয়?
উত্তর ঃ APV = Plinth Area (Sq.Ft) X Unit Area Valus (Rs) X Age Factor X Structural Factor X Occupancy Factor X Usage Factor.
Yearly Porperty Tax = 5% of APV এই সম্পত্তিকর হিসাব পদ্ধতি।
https://emunicipality.triupura.gov.in/propertytax/Proparty Tax/frm_property এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করে সম্পত্তি করের হিসাব পেতে পারেন।

৩) সম্পত্তিকর এবং সম্পত্তির তথ্য কোথায় পাওয়া যায়?
উত্তর ঃ Amc is proposing th implement latest technology using GIS based property tax online portal which has complete details of your house/shop/ property. https://agatala/smartcityservices. e-amc এই লিঙ্কটিকে ক্লিক করে আপনার নাম অথবা মোবাইল নম্বর বা আধার দিয়ে পুর নাগরিকগণ নিজ নিজ সম্পত্তির সম্পূর্ণ তথ্য পেতে পারেন।

৪) সম্পত্তিকর সম্পর্কে মতামত কোথায় প্রেরণ করা যায়?
উত্তর ঃ citizenfeedbackamc@gmail.com এই email এ ক্লিক করে পুর নাগরিকগণ মতামত পোষণ করতে পারেন।

ধন্যবাদান্তে
মিউনিসিপাল কশিনার
আগরতলা পুর নিগম

১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ৬০০০ মেট্রিক টন ডাল আসছে ত্রিপুরায় : খাদ্য মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। আগামী ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে ত্রিপুরায় ৬০০০ মেট্রিক টন ডাল আসবে। ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকৃত সংস্থা থেকে ওই ডাল ক্রয় করা হবে। আজ দুপুরে সচিবালয়ে একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার খাদ্য, জন সংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় চালের ঘাটতি নেই। এদিন তিনি বলেন, আজ উত্তর জেলা ও উনকোটি জেলার জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকদের সাথে উত্তর ত্রিপুরা ও উনকোটি জেলায় খাদ্য দপ্তরের গুদামে মজুত চাল ও ডালের সর্বশেষ পরিমাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্সে করা হয়েছে।

তারঁ দাবি,ত্রিপুরায় বর্তমানে চালের ঘাটতি নেই। আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে ৬০০০ মেট্রিক টন ডাল রাজ্যের গুদামে চলে আসবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকৃত সংস্থা থেকে ওই চাল ক্রয় করা হবে। তাছাড়াও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই খাদ্য মজুত রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি।

টিআরটিসির আয় বাড়ছে, দাবি মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। টিআরটিসি মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন থেকে সোমবার দাবি করা হয় ২০১৮ সালের পর রাজ্যের পরিবহন শিল্পের উন্নয়ন হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে গিয়েছিল রাজ্যের পরিবহন শিল্প। কিন্তু টি আর টি সি পুনর্জীবিত করতে সরকার ৫১ টি মোটর স্ট্যান্ড শ্রমিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। এগুলি দিয়ে কোষাগারে আয় বৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু এগুলি দিয়ে আগে সি আই টি ইউ নাম করে লুটে নিত বামেরা। তাদের এই কর্মযজ্ঞের জন্য যখন সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল তখন মাত্র পাঁচটি গাড়ি রোডে চলাচল করতো। বর্তমানে ৩৩ টি গাড়ি টি আর টি সি চলাচল করে। মানুষকে পরিষেবা দেওয়া শেষ কথা বলে জানান ইউনিয়নের নেতারা।

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ও সভাপতি বনমালীপুরের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন।

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্যের যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। যুব সমাজ হলো দেশ ও রাজ্যের ভবিষ্যত। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা, সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে রাজ্যের যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজ কৈলাসহরের শ্রীরামপুর এসএমএইচএস স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত উনকোটি জেলাভিত্তিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় একথা বলেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন জেলার শহর ও গ্রামের ছেলেমেয়েরা যেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তাদের প্রতিভা রাজ্যে ও জাতীয়স্তরে তুলে ধরতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়েই যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন উনকোটি জেলার যুবক যুবতীরাও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে পারবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস ও ত্রিপুরা নেহেরু যুব কেন্দ্রের রাজ্য অধিকর্তা জবা চক্রবর্তী। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চণ্ডীপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান লাকি পাল দাস, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, জেলা ক্রীড়া আধিকারিক অর্জন দেবনাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নেহেরু যুব কেন্দ্রের জেলা যুব আধিকারিক কুনাল গৌতম। সভাপতিত্ব করেন শ্রীরামপুর প'ায়েতের প্রধান নয়ন পাল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৬টি স্বসহায়ক দলকে ৪০ লক্ষ টাকা ঋণের ম'রীপত্র তুলে দেওয়া হয়। যুব উৎসবে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত যুবক যুবতীরা বসেআঁকো প্রতিযোগিতা, কবিতা লিখন প্রতিযোগিতা, বক্ত'তা প্রতিযোগিতা, লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা, মোবাইল ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন নির্ঘোষ নিক্কন সংস্থার শিল্পীরা। বিভিন্ন দপ্তরের ৬টি প্রদর্শনী মণ্ডপও খোলা হয়।

পেঁচারথল বিএসির পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। পেঁচারথল ব্লকে বিগত পাঁচ বছরে বহু উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। যে সমস্ত কর্মসূচির কাজ এখনও সম্পর্ণ হয়নি তা দ্রত শেষ করতে হবে। আজ পেঁচারথল বিএসির কনফারেন্স হলে এক পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পেঁচারথল বিএসির চেয়ারম্যান সজল চাকমা, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জে বি দার্লং, কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক সুবত কুমার দাস, পেঁচারথলের বিডিও সাগর দেববর্মা সহ বিভিন্ন দপ্তরের জেলা ও মহকুমা স্তরের আধিকারিকগণ।

পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, ব্লক এলাকায় নতুন রাস্তা ও সরকারি বাড়ি নির্মাণ এবং সংস্কারের কাজে স্থানীয় শ্রমিকরা যাতে কাজ পান সেদিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নজর রাখতে হবে। কাজের গুণমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে কাজ শেষ হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। পর্যালোচনা সভায় জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা বলেন, এজেন্সির দুর্বলতার কারণে যাতে পূর্ত, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি, জলসম্পদ, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কোনও কাজ আটকে না যায় সে বিষয়েও প্রকৌশলীদের বিশেষ নজর দিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি, পূর্ত, গ্রামোন্নয়ন, বন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, জলসম্পদ, শিল্প ও বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, ক'ষি, উদ্যান, মৎস্য, বিদ্যালয় দপ্তরের প্রতিনিধিগণ আলোচনা করেন। পর্যালোচনা সভা শেষে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা, বিএসি চেয়ারম্যান সজল চাকমা, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ পেঁচারথল ব্লক এলাকার কয়েকটি নির্মীয়মান প্রকল্পের কাজ ঘুরে দেখেন।

নেশাসক্ত যুবকের মৃত্যু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। বাধারঘাটের চারিপাড়ায় পিসির বাড়িতে মৃত তুষার দাসের মৃত্যুর সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোন ধরনের অভিযোগ করেননি মৃতের বাবা মা। ভয়ংকর নেশার কবলে পড়েই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হয়েছে তার মৃত্যু। পুলিশ এই মৃত্যুর ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করায় পাল্টা তোপ দেগেছেন মৃতের বাবা।

তেলিয়ামুড়ার করইলং শান্তি পাড়ার বাসিন্দা তপন দাসের কলেজ পড়ুয়া পুত্র তুষার দাস আগরতলার বাধারঘাঁট বিধানসভার চারিপাড়া এলাকায় তার পিসির বাড়িতে বেড়াতে যায়। রবিবার যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয় পিসির বাড়ির একটি ঘর থেকে। তেলিয়ামুড়াতে দেহ আসার পরে পরিবারের লোকজন স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। পিসির বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ভাইপোর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালে পুলিশ এক আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মৃত কলেজ ছাত্রের পিতা তপন দাস কোন অভিযোগ দায়ের করেননি। তিনি গ্রেপ্তারের খবরের পেয়ে থানায় গিয়ে জানান তার কোন অভিযোগ নেই। তিনি আমতলি থানায় গিয়ে দাবি করেন তাঁর ছেলের মৃত্যু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হয়েছে। এর জন্য কেউ দায়ী নয়। এতে ভাগ্নে বা অন্য কারোর প্রতি তার কোন ধরনের সন্দেহ নেই। তিনি চান পুলিশ যেন ভাগ্নেকে ছেড়ে দেয়। কেননা তারা সবাই মিলে ছেলেকে সুস্থ করতে চেয়েছিল। ছেলে নেশাশক্ত ছিল। তা থেকেই মৃত্যু হয়েছে বলে স্পষ্ট জানান পিতা তপন দাস। তাই ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় কারোর প্রতি কোন অভিযোগ নেই বলে জানান পিতা তপন দাস।

গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে সমবায়ের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে : সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় করতে সমবায়ের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সমবায়কে ব্যবহার করতে হবে। আজ সমবায় দপ্তরের ধলাই জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় সমবায়মন্ত্রী ধলাই জেলার ল্যাম্পস প্যা' ও প্রাইমারি মার্কেটিং সোসাইটির বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। জেলার ল্যাম্পস, প্যা' ও প্রাইমারি মার্কেটিং সোসাইটিগুলিকে আরও কার্যকরী করার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। পর্যালোচনা সভায় সমবায়মন্ত্রী বলেন, ধলাই জেলায় সমবায়কে শক্তিশালী করতে তিন মাস অন্তর অন্তর জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভা করতে হবে।

সভায় সমবায় দপ্তরের যুগ্ম নিয়ামক নিখিল চক্রবর্তী জানান, ধলাই জেলায় বর্তমানে ৩৩০টি সোসাইটি রয়েছে। তাছাড়া প্যা' রয়েছে ২১টি ও ল্যাম্পস রয়েছে ৯টি। প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি রয়েছে ১টি। তাছাড়াও জেলায় মৎস্য, ডেয়ারি ও অন্যান্য সমবায় সমিতি রয়েছে ২৯৯টি। পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর, সমবায় নিয়ামক এস মগ ও সমবায় দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ। পর্যালোচনা সভায় ধলাই জেলার বিভিন্ন ল্যাম্পস ও প্যা'র প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশ নেন।

পর্যালোচনা সভার পর সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জেলার কুলাই প্যা' ও প্যা'রে নির্মীয়মান গোডাউন পরিদর্শন করেন এবং প্যা'র প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন। তাছাড়াও সমবায়মন্ত্রী কমলপুর প্রাইমারি মার্কেটিং সোসাইটির বায়োফ্লক ও উন্নত প্রথায় মৎস্যচাষ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পাশের পার্কের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। আগরতলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত লক্ষীনারায়ণ বাড়ির ওমা মহেশ্বরী মন্দিরের উল্টো দিকের পার্কটি সংস্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মেয়র দীপক মজুমদার। সোমবার পার্কটি পরিদর্শনকালে এই আশ্বাস দেন তিনি।রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির উমা মহেশ্বরী মন্দিরের উল্টোদিকের পার্কটি দীর্ঘদিন ধরেই নেশাখোর ও নেশা কারবারিদের দখলে চলে গেছে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ পার্কটির মর্যাদা হানি ঘটিয়ে চলেছে। এসব বিষয় আগরতলা পুরো নিগমের নজরে আনা হয়। এ ধরনের গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়র দীপক মজুমদার পুরো নিগমের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে সোমবার ওমা মহেশ্বরী মন্দিরের উল্টো দিকের পার্কটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন। অবিলম্বে পার্কটি সংস্কার করে নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের কবল থেকে মুক্ত করে সমাজের সব অংশের মানুষ যাতে এই পার্কে বিনোদনের সুযোগ পান সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র। এদিন মেয়র আরো জানান , আগরতলা পুর নিগম এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডেই পার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন ,মানুষের বিনোদনের অন্যতম জায়গা হল পার্ক। সে কারণেই পার্ক গুলিকে সৌন্দর্যায়নের মধ্য দিয়ে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।মেয়র দীপক মজুমদারের সঙ্গে এদিন সফর সঙ্গে হিসেবে ছিলেন এলাকার কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা।

বগাফায় নতুন পাওয়ার ট্রেলারেক মহড়া অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ মে।। রাজ্যসরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে। রাজ্যসরকারের এই উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে কাজকরেযাচ্ছে বগাফা কৃষিদপ্তর। বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়কের উদ্দ্যোগে বিগতদিনেও কৃষকদের কাছে বিভিন্ন উন্নতমানের মেশিন পৌঁছেদেওয়াহয়েছে। শান্তির বাজার মহকুমার কৃষকরা যেসকল কৃষিজ উৎপাদন সামগ্রীর সঙ্গে পরিচিতি ছিলোনা সেইসকল সামগ্রীর সাথে পরিচিতি করিয়েছেন বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। তিনি প্রতিনিয়ত রোদে বৃষ্টিতে কৃষকদের মাঠেগিয়ে কিভাবে ভালোপরিমানে কৃষিজফসল উৎপাদনকরাযায় তার পরামর্শ দিয়েথাকেন। এরইমধ্যে কৃষকদের অর্থ ও সময় শাশ্রয়ের কথা চিন্তাভাবনাকরে সোমবার কৃষকদের মাঠে নতুন পাওয়ারট্রেইলার মেশিন নিয়ে আসাহলো। এই মেশিনদিয়ে এক কানি জমি চাষকরতে ৩০ মিনিট সময় লাগে যা অন্যান্য মেশিনে প্রায় দের থেকে দুই ঘন্টা লেগেযায়। এছারা অন্যান্য মেশিন দিয়ে দুইবার চাষ দিয়ে যতটুকু ড্রাইভ হবে এই মেশিনে একবার চাষে সেই ড্রাইভকরাযায়। এই মেশিনদিয়ে কৃষিজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়ায় পানীয় জলের তীব্র সংকট সহায়তায় এগিয়ে এল নিরাপত্তা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫মে।। রাজ্যের প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত সীমান্ত গ্রাম গন্ডাছড়ার শরৎকুমার রোজা পাড়ায় টিএসআরের স্বাস্থ্য শিবির ও পরিশ্রুত পানীয় জল প্রদান করেছে।

রাজ্যের অন্যতম দুর্গম পার্বত্য ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার সীমান্তবর্তী জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা গুলিতে জলবাহিত রোগের প্রকোপ শুকা মরসুমে প্রতি বছরেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ বছরও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সরকার ও প্রশাসন জনজাতির অধ্যুষিত ওইসব এলাকায় আশানুরূপ পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারছে না। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কিংবা পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর উপর বহু অংশে নির্ভর করতে হয় ওইসব এলাকায় বসবাসকারী লোকজনদেরকে। দুর্গম জনজাতি এলাকার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশ ,টিএসআর কিংবা কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জোয়ানরাই তাদেরকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছে দেন কিংবা চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। শুধু চিকিৎসা পরিষেবা নয়, প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পরিচিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব অনেক আংশিক নিরাপত্তা কর্মীরা পালন করে থাকেন। এরই এক দৃষ্টান্ত নজরে এসেছে গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ি থানাধীন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শরৎকুমার রোজা পাড়ায়। টি এস আর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বি কোম্পানির রতন নগর ক্যাম্পের জোয়ানরা সীমান্তবর্তী সড়ক রোজা পাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করে। প্রয়াস কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই স্বাস্থ্য শিবিরের উপস্থিত ছিলেন ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট শ্যামল দেববর্মা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। এদিন স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার জনজাতি অংশের আবাল বৃদ্ধ বণিতাদের চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধপত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই পরিশ্রুত পানীয় জলের সংকট রয়েছে। জলবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ঐসব এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষজন। বছরের পর বছর ধরে ছড়া, নালা ও কাচা কুয়োর অপরিশ্রুত জল পান করে নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তারা। একদিকে পানীয় জলের সংকট অন্যদিকে অপরিশ্রুত পানীয় জল পান করে আক্রান্ত লোকজনদের চিকিৎসার তেমন কোন সুযোগ নেই। এসব কথা মাথায় রেখেই ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের তরফ থেকে শনিবার গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ি থানার অন্তর্গত সীমান্তবর্তী গ্রাম শরৎকুমার রোয়াজা পাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির এবং পানীয় জল প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন ট্যাঙ্কারে করে এলাকার জনজাতি অংশের মানুষের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবী জানানো হয়েছে নিয়মিত তাদের মধ্যে ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য। উল্লেখ্য গণ্ডা ছাড়া মহকুমার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও নেশার বার বাড়ন্ত পরিস্থিতিকে দিনের পর দিন জটিল করে তুলেছে। ভয়ংকর নেশার কবল থেকে উপজাতি অংশের মানুষজনকে রক্ষা করার লক্ষ্যে দিন ওই এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচিও পালন করা হয় বলে জানা গেছে। টি এস আর ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট শ্যামল দেববর্মা জানিয়েছেন আগামী দিনেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। তিনি আরো জানান জন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনসংযোগ কর্মসূচি ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবেই ই এস আর এর তরফ থেকে এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।।

রাজ্যে খেলাধুলার মান উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ঃ টিংকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ মে।। রাজ্যে খেলাধুলার মান উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যাতে দেশ ও রাজ্যের নাম উজ্জল করতে পারে সেই লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। উন্নত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ কৈলাসহরের রামক'ষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে স্কুল ক্রীড়ার রাজ্যভিত্তিক অনুর্ধ ১৪ বালকদের ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া মন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের এই কাজে অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে। তাদের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। তিনি বলেন, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, সোমদেব দেববর্মণ, অর্শিয়া দাস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ত্রিপুরার নাম উজ্জল করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ক্রীড়ামন্ত্রী রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামের পাশে ওপেন জিমের ফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস, কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন নিতীশ দে প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা ক্রীড়া আধিকারিক অর্জন দেবনাথ। সভাপতিত্ব করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। এই প্রতিযোগিতায় ৮টি জেলা এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ১টি দল মিলিয়ে ৯টি দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতা চলবে ১৭ মে পর্যন্ত।

চন্দ্রনগর ব্লক পরিদর্শন করলেন বিধায়ক দীপঙ্কর সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ মে।। বিলোনিয়া ভারত চন্দ্রনগর ব্লক পরিদর্শনে যান বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। সফর সঙ্গী হিসেবে সাথে ছিলেন ভারত চন্দ্রনগর ব্লকের প্রাক্তন চেয়ারপারসন নির্মল ভৌমিক,অফিস পরিদর্শনকালে ভারত চন্দ্রনগর ব্লকে কর্মরত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কাবেরী নাথের সঙ্গে মিলিত হন বিধায়ক , ব্লকের বিভিন্ন কাজের বিষয় নিয়ে বিডিও র সাথে আলোচনা করেন বিধায়ক এছাড়াও জয়নগর, চিত্তামারা, মাইছড়া,উত্তর ভারতচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এখনও রেগার কাজ করতে পারছে না অনেকেই বলে জানান বিধায়ক। তিনি বিডিও কে এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা তলানিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৫ মে।। দক্ষিণ জেলার জেলা সদর বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা কতটা তলানিতে এসে ঠেকেছে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ভুক্তভোগীরা,যদিও দক্ষিণ জেলার মধ্যে সবচাইতে ব্যস্ততম হাসপাতাল বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল ,প্রতিদিন বহির্বিভাগে এবং ইমারজেন্সি মিলিয়ে শত শত রোগী পরিষেবা নিতে আসেন এই হাসপাতালে ,কিন্তু পরিষেবা দেওয়ার মতো যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক নেই এই বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে, তাই বাধ্য হয়ে মানুষকে ছুটতে হচ্ছে হয় বাইরে প্রাইভেট ডিসপেন্সারিতে না হয় বিলোনিয়ার বাইরে অন্য কোথাও। আজ এমনই একটি চিত্র ফুটে উঠল বিলোনিয়া হাসপাতালের বহির্বিভাগের দন্ত বিভাগে ,এই বিভাগে একজন মহিলা চিকিৎসক রয়েছেন কিন্তু তিনি বেশিরভাগই যথাসময়ে হাসপাতালে আসেন না বলে অভিযোগ। আজ তার প্রমাণ মিলল হাতে নাতে। যেখানে সকাল ৯টায় বহির্বিভাগে চিকিৎসা শুরু হওয়ার কথা সেখানে বেলা প্রায় বারোটা বাজলেও চিকিৎসকের দেখা মিলল না। তাই টিকেট করে রোগীরা তীর্থের কাকের মতো বসে আছে কখন আসবে ভগবান চিকিৎসক সেই আশায়। এরমধ্যে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন, অবশেষে বারোটা বাজার কিছু সময় পড়ে দন্ত বিভাগে এলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক, আসার পরে সাংবাদিক দেখে হতভম্ব হয়ে নানা অজুহাত দেখিয়ে যুক্তি দাঁড় করালেন তিনি অসুস্থ তবু আগরতলা থেকে ছুটে এসে কর্তব্যে যোগদান করেছেন, প্রশ্ন হলো চিকিৎসক যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন তাহলে ছুটি নিলেন না কেন,এই বিষয়ে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের ভূমিকা কি, অসুস্থ চিকিৎসককে দিয়ে পরিষেবা দেওয়ার চাইতে বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া, না হয় বিকল্প চিকিৎসক নিয়ে আসা প্রয়োজন ছিলনা মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের। যদিও এই বিষয়ে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক বিমল কলইর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এছাড়া বিকেল চারটের পর ইমারজেন্সি বিভাগে ,একজন মাত্র চিকিৎসক থাকেন ইমারজেন্সিতে। এরমধ্যে তিনি যদি জরুরি ভিত্তিক ডেলিভারি বিভাগে কল পেয়ে যান ,তাহলে রোগীদের ঘন্টার পর ঘন্টা যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় দাঁড়িয়ে থেকে। তার উপর আবার রয়েছে বিভিন্ন দুর্ঘটনা,অনেক সময় যান দুর্ঘটনা গ্রস্ত হয়ে আহত রোগীদের এনে ফেলে রাখতে হয় চিকিৎসকের অভাবে। বর্তমানে হাতে গোনা কয়েকজন চিকিৎসক দিয়ে না চলার মত চলছে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।